Information system—তথ্যব্যবস্থা
Information flow—তথ্যপ্রবাহ
Invigilator—পরীক্ষাকক্ষ তত্ত্বাবধায়ক
Illiterate—নিরক্ষর

L

Learner—শিক্ষার্থী
Learning—শিখন
Learning needs—শিখন চাহিদা
Learning centre—শিখনকেন্দ্র
Life long learning—জীবনভর শিখন
Learning achivement—শিখন অর্জন
Learning outcome—শিখনফল
Learning Test—শিখন অভীক্ষা
Learning strategy—শিখনকৌশল
Learning readiness—শিখন প্রস্তুতি
Learning sequence—শিখন-পরম্পরা
Learning materials—শিখনসামগ্রী
Liberal promotion policy—নমনীয় প্রমোশন নীতি
Liberal—নমনীয়
Literacy programme—সাক্ষরতা কর্মসূচি
Literacy—সাক্ষরতা
Learning goal–শিক্ষার–অভিলক্ষ্য
Limited literacy skill—সীমিত সাক্ষরতা দক্ষতা
Learning import—শিক্ষার যোগান

M

Microteaching—অনুশিক্ষণ
Motivation—প্রেষণা
Monitoring—পরিবীক্ষণ
Module—মডিউল
Mass education—গণশিক্ষা

O

Objectives—উদ্দেশ্য
Observation process—পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া
Open-ended question—উন্মুক্ত প্রশ্ন
Over learning—অতিশিখন

P

Participatory—অংশগ্রহণমূলক
Participatory approach—অংশগ্রহণমূলক পন্থা
Performing indicators—পারদর্শিতা সূচক
Practice teaching—অনুশীলন পাঠদান
Pre-primary—প্রাক–প্রাথমিক
Primary level—প্রাথমিক স্তর
Peer-learning—জুটিতে শিখন

Q

Questionaire—প্রশ্নমালা
Question Bank—প্রশ্নব্যাংক

R

Resource material—সহায়ক উপকরণ

S

Self assessment—স্বমূল্যায়ন
Synthesis—সংশ্লেষণ
Stakeholders—অংশীজন
Syllabus—পাঠ্যসূচি

T

Textbook— পাঠ্যপুস্তক
Text material— পাঠসামগ্রী
Textual— পাঠভুক্ত
Terminology— পরিভাষা
Teacher centered— শিক্ষককেন্দ্রিক
Teacher trainer— শিক্ষক প্রশিক্ষক
Teaching learning materials— শিক্ষণ-শিখনসামগ্রী
Teaching method— শিক্ষণ পদ্ধতি
Teacher training— শিক্ষক প্রশিক্ষণ
Team work— দলগত কাজ

U

University— বিশ্ববিদ্যালয়
Universal— সর্বজনীন
Uniformity— সমতা
Unlearning— শিখন পরিহার
Vice -Chancellor— উপাচার্য
Vice- Principal— উপাধ্যক্ষ
Vocation— বৃত্তি
Vocational— বৃত্তিমূলক
Vocabulary— শব্দভান্ডার
Vision— কল্পচিত্র
Vertical— উলম্ব
Verbal— বাচনিক

W

Workbook— ওয়ার্ক বুক, অনুশীলন পুস্তিকা

X

X-Ray— এক্স-রে

Z

Zebra crossing— জেব্রা ক্রসিং, জেব্রাপারাপার
Zonal— আঞ্চলিক
Zoo— চিড়িয়াখানা

প্রতিষ্ঠানিক নামের পারিভাষিক রূপ

National Curriculum & Textbook Board— জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
Directorate of Primary & Mass Education— প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর।
Board of Secondary & Higher Education— মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
Bangladesh Secretariate— বাংলাদেশ সচিবালয়।
Directorate of Secondary & Higher Education— মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।
Metrological Directorate— আবহাওয়া অধিদপ্তর।
United Nations Organization— জাতিসংঘ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।
Ministry of Education— শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)— বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।
Atomic Energy Centre— আণবিক শক্তিকেন্দ্র।
National Museum— জাতীয় জাদুঘর।
Election Commission— নির্বাচন কমিশন।
United Nations Childrens Fund (UNICEF)— জাতিসংঘ শিশু তহবিল।

Directorate of Inspection & Audit—পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর।
National Book Centre—জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।
National Archives—জাতীয় অভিলেখাগার।
Institute of Education & Research—শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।
Institute of Arts & Crafts—চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট।
Primary Teachers Training Institute—প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।
Teachers Training College—শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ।
Campaign for Popular Education—গণসাক্ষরতা অভিযান।
Thana Education Resource Centre (TERC)—থানা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার।
National Curriculum Development Centre—জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র।
Anti Corruption Commission—দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সাধারণ ব্যবহারিক পরিভাষা

A

Abstract—সার, সংক্ষিপ্ত
Acceptance—গ্রহণ, স্বীকৃতি
Accident insurance—দুর্ঘটনা বীমা
Account—হিসাব
Accountancy—হিসাববিদ্যা
Accumulation—সঞ্চয়ন
Accused—অভিযুক্ত
Acknowledge—স্বীকার করা
Acknowledgement—স্বীকার
Acting—ভারপ্রাপ্ত
Active partner— সক্রিয় অংশীদার
Aid—সাহায্য
Aided—সাহায্যপ্রাপ্ত
Airforce—বিমানবাহিনী
Air hostess—বিমানবালা
Airport—বিমানবন্দর
Alias—ওরফে
Air conditioned—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
Alliance—মৈত্রীজোট
Address—ঠিকানা, ভাষণ
Allotment—বরাদ্দ
Allottee—আবণ্টনপ্রাপ্ত
Allow—মঞ্জুর করা
Allowances—ভাতা
Analysis—বিশ্লেষণ
Address of welcome—অভিভাষণপত্র, সংবর্ধনাপত্র
Ad hoc—অনানুষ্ঠানিক
Ad interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment—মূলতুবি
Administration—প্রশাসন
Administrative—প্রশাসনিক
Administrator—প্রশাসক
Admission—ভর্তি
Admission test—ভর্তি পরীক্ষা
Admit card—প্রবেশপত্র
Adult education—বয়স্কশিক্ষা
Adult suffage—বয়স্ক ভোটাধিকার
Advance—অগ্রিম
Advertisement—বিজ্ঞাপন
Adviser—উপদেষ্টা
Advocate—অ্যাডভোকেট
Aeronautics—বিমানবিদ্যা
Affidavit—শপথপত্র, হলফনামা
Affiliated—সম্বন্ধীকৃত
Agenda—আলোচ্যসূচি
Agreement—চুক্তি
Appraisal—মূল্যায়ন
Apprentice—শিক্ষানবিশ
Approval—অনুমোদন
Approximately—আনুমানিক

Annex—সংলগ্ন, বাড়তি অংশ
Announcement—ঘোষণা
Annual—বার্ষিক
Anonymous—অজ্ঞাতনামা, বেনামি
Apology—ত্রুটিস্বীকার
Appeal—আপিল
Appendix—পরিশিষ্ট
Applicant—আবেদনকারী
Application—আবেদন
Appoint—নিয়োগ করা
Appointed—নিযুক্ত
Appointment—নিয়োগ
Authority—কর্তৃপক্ষ
Author—লেখক
Autonomous—স্বায়ত্তশাসিত
Average—গড়
Attendance—হাজিরা
Architect—স্থপতি
Architecture—স্থাপত্য
Archives—মহাফেজখানা
Arrear—বকেয়া
Art—কলা
Article—অনুচ্ছেদ
Artisan—কারিগর, শিল্পী
Assembly—পরিষদ
Assessee—করদাতা
Assessment—মূল্যায়ন
Asset—পরিসম্পদ
Assistant—সহকারী
Associate—সহযোগী
Association—সংঘ
Atlas—ভূচিত্রাবলি
Attest—প্রত্যয়ন করা, সত্যায়ন করা

B

Ballot—ভোট
Banned—নিষিদ্ধ
Banquet—ভোজসভা
Bargaining—দরকষাকষি
Bilingual—দ্বিভাষী
Birth rate—জন্মহার
Blockade—অবরোধ
Broadcast—সম্প্রচার
Bodyguard—দেহরক্ষী
Bulletin—বুলেটিন
Bonus—বোনাস
Bureau—ব্যুরো, সংস্থা
Bureaucrat—আমলা
Book post—খোলা ডাক
Bearer—বাহক
Bibliography—গ্রন্থবিবরণী
Biennial—দ্বিবার্ষিক
Bilateral—দ্বিপাক্ষিক
Bio-data—জীবনবৃত্তান্ত
Biography—জীবনী
Branch—শাখা
Breach of trust—বিশ্বাসভঙ্গ
Brochure—পুস্তিকা
Bonafide—প্রকৃত
Booking—টিকিট ক্রয়
Bumping—ওঠানামা
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র

C

Cabinet—মন্ত্রিপরিষদ
Calculate—হিসাব করা
Calculator—অনুগণক
Calender—পঞ্জিকা
Candidate—প্রার্থী
Call—তলব
Campaign—অভিযান
Chamber—সভাকক্ষ
Chancellor—আচার্য
Chapter—অধ্যায়

Capital—পুঁজি
Caretaker—তত্ত্বাবধায়ক
Cargo—পণ্যবাহী জাহাজ
Casual—নৈমিত্তিক
Casual leave—নৈমিত্তিক ছুটি
Catalogue—তালিকা
Category—পর্যায়
Census—আদমশুমারি
Century—শতাব্দী
Ceramics—মৃৎশিল্প
Certificate—সনদপত্র
Certify—প্রত্যয়ন করা
Code—সংকেত
Cold war—স্নায়ুযুদ্ধ
Collaborator—সহযোগী
Colony—উপনিবেশ
Commentary—ভাষ্য
Commentator—ভাষ্যকার
Community—সম্প্রদায়
Compulsory—বাধ্যতামূলক
Circular—পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি
Circulate—প্রচার করা
Cite—উল্লেখ করা
Citation—উদ্ধৃতি
Claim—দাবি
Clearance—খালাসপত্র
Convoy—বহর
Control—নিয়ন্ত্রণ
Conveyance—পরিবহনে ব্যবহৃত
Conference—সম্মেলন
Copy—প্রতিলিপি
Copyright— গ্রন্থস্বত্ব
Cosmetics—প্রসাধনী
Council—পরিষদ
Condition—শর্ত
Conduct—আচরণ
Confession—স্বীকারোক্তি
Confidential—গোপনীয়
Confirmation—নিশ্চিত প্রমাণ
Consent—সম্মতি

D

Data—উপাত্ত
Debate—বিতর্ক
Decimal—দশমিক
Defunct—লুপ্ত
Degree—মাত্রা, মান, ডিগ্রি, উপাধি
Deligation—প্রতিনিধিবর্গ
Delivery—বিলি, অর্পণ
Directorate—অধিদপ্তর
Discharge—বরখাস্ত, খালাস
Discount—বাটা, পূর্ণমূল্য থেকে কিছু পরিমান ছাড়
Dismiss—পদচ্যুত করা
Disposal—নিষ্পত্তি
Diary—দিনপঞ্জি
Diploma—ডিপ্লোমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র
Diplomat—কূটনীতিক
Dipositor—আমানতকারী
Direction—নির্দেশ
Director—পরিচালক
Director General—মহাপরিচালক
Draft—খসড়া
Dual—দ্বৈত
Dummy—প্রতিরূপ
Dividend—লভ্যাংশ
Donor—দাতা

E

Edition—সংস্করণ
Editor—সম্পাদক
Edited—সম্পাদিত
Education—শিক্ষা
Emergency—জরুরি
Emigration—অভিবাসন
Employee—কর্মচারী

Educationist—শিক্ষাবিদ
Efficiency—কর্মদক্ষতা
Election—নির্বাচন
Electorate—নির্বাচকমণ্ডলী
Embargo—অবরোধ
Estimate—মূল্যানুমান, প্রাক্কলন
Examine—পরীক্ষা করা
Examination—পরীক্ষা
Examiner—পরীক্ষক
Excuse—অজুহাত
Exhibition—প্রদর্শনী
Exit—নির্গম
Expulsion—বহিষ্কার
Eye wash—ধোঁকা
Employer—নিয়োগকর্তা
Employment—চাকুরি
Emporium—বাণিজ্যকেন্দ্র
Encyclopeadia—বিশ্বকোষ
Enquiry—তদন্ত, অনুসন্ধান
Enrol—তালিকাভুক্ত করা
Enterpriser—উদ্যোক্তা
Entry—ভুক্তি, জমা, প্রবেশ
Envelope—খাম, লেফাফা
Environment—পরিবেশ
Expenditure—ব্যয়
Expert—বিশেষজ্ঞ
Extra—অতিরিক্ত

F

Fact—ঘটনা, তথ্য
Faculty—অনুষদ
Fair—মেলা
Fair price—ন্যায্য মূল্য
Fare—যাত্রী ভাড়া
Fitness—যোগ্যতা
Ferry—খেয়া, খেয়াঘাট
Figure—অঙ্ক, চিত্র
File—নথি
Founder—প্রতিষ্ঠাতা
Fund—তহবিল

G

Gallary—গ্যালারি
Gist—সারমর্ম
Global—বৈশ্বিক
Godown—গুদাম
Grading—শ্রেণীবিভাগ
Graduate—স্নাতক
Gross total—সর্বমোট
Gate keeper—দ্বাররক্ষী
Gradation—পর্যায়
Grade—ক্রমবিন্যাস
Graded—পর্যায়িত
Gratuity—আনুতোষিক
Gross—মোটমাট
Gymnasium—ব্যায়ামাগার

H

Handicraft—হস্তশিল্প
Handloom—তাঁত
Hawker—ফেরিওয়ালা, হকার
Hoarder—মজুদদার
Holiday—ছুটির দিন
Humidity—আর্দ্রতা
Headline—শিরোনাম
Hearing—শুনানি
Honorarium—সম্মানী
Hostage—জিম্মি
Housing—আবাসন
Humanity—মানবতা

I

Identity—পরিচয়
Inquiry—অনুসন্ধান

Immigrant—অভিবাসী
Illegible—দুষ্পাঠ্য
Illustrated—সচিত্র
In-charge—ভারপ্রাপ্ত
Inspection—পরিদর্শন
Invigilator—পর্যবেক্ষক
Inspectress—পরিদর্শিকা
Intellectual—বুদ্ধিজীবী
Institute—সংস্থা, প্রতিষ্ঠান
Instruction—নির্দেশ
Interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Internal—অভ্যন্তরীণ
Interpreter—দোভাষী
Invoice—চালান
Irregular—অনিয়মিত
Issue—প্রেরণ, প্রচারিত

J

Jetty—জেটি
Job—কর্ম, চাকরি
Join—যোগদান করা
Judicial—বিচারিক
Justice—ন্যায়, বিচারক
Journal—পত্রিকা
Judge—বিচারক
Judgement—রায়

L

Layman—অবিশেষজ্ঞ
Leaflet—প্রচারপত্র
Lease—ইজারা
Leave—ছুটি
Lecture—বক্তৃতা
Lecturer—প্রভাষক
Legal—বৈধ
Literate—সাক্ষর
Loan—ঋণ
Lump—থোক
Liability—দায়
Liaison—সংযোগ
Lien—পূর্বস্বত্ব
Limited—সীমাবদ্ধ
Linguist—ভাষাতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ
List—সূচি, তালিকা
Literal—আক্ষরিক
Lobbing—তদবির
LPR- Leave preparatory to retirement—অবসরপ্রস্তুতি মূলক ছুটি

M

Mail—ডাক
Mailtrain—ডাকগাড়ি
Makeup—রূপসজ্জা
Map—মানচিত্র
Mass-education—গণশিক্ষা
Mass Media—গণমাধ্যম
Maternity—মাতৃসদন
Measure—মাপ
Mandate—আজ্ঞা
Manifesto—ইশতেহার
Memo—স্মারক
Mission—মিশন
Minimum—লঘিষ্ঠ, ন্যূনতম
Miscellaneous—বিবিধ
Mediator—মধ্যস্থ
Medium—মাধ্যম

O

On demand—চাহিবামাত্র
On deputation—প্রেষণে
Option—ইচ্ছা
Organization—সংগঠন
Optional—ঐচ্ছিক
Order—আদেশ
Ordinary—সামান্য, মামুলি
Out-post—ফাঁড়ি

Original—মূল
Out-door—বহিস্থ
Overtime—ওভারটাইম, অধিকাল

P

Package—মোড়ক
Paid—পরিশোধিত
Pamhplet—পুস্তিকা
Para—অনুচ্ছেদ
Paragraph—অনুচ্ছেদ
Parallel—সমান্তরাল
Panel—নামসূচি
Permission—অনুমতি
Payslip—বেতনপত্র
Penalty—দণ্ড, শাস্তি
Pending—মুলতবি
Pen-picture—লেখচিত্র
Permit—অনুমতিপত্র
Petition—দরখাস্ত
Percent—শতকরা
Per diem—দৈনিক
Phase—পর্ব
Photograph—আলোকচিত্র, ফটো
Photoprint—ফটো ছাপা
Press—সংবাদপত্র, ছাপাখানা
Price list—মূল্য-তালিকা
Primary—মুখ্য, প্রাথমিক
Printer—মুদ্রাকর
Private—ব্যক্তিগত, বেসরকারি
Parity—সমতা
Passport—ছাড়পত্র
Picnic—বনভোজন
Poll—ভোট গ্রহণ
Pollution—দূষণ
Population—জনসংখ্যা
Portfolio—দফতর
Post office—ডাকঘর
Postage—ডাকমাশুল
Post Box—ডাকবাক্স
Poster—প্রাচীরপত্র
Precis—সারমর্ম
Preface—ভূমিকা
Preference—অগ্রাধিকার
Profession—পেশা, বৃত্তি
Profile—পার্শ্বচিত্র
Prohibited—নিষিদ্ধ
Proposal—প্রস্তাব
Provision—বিধান
Please Turn Over (PTO) পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
Publicity—প্রচার
Purchase—ক্রয়
Put up—পেশ করা

Q

Quality—গুণ, উপযোগিতা
Query—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন
Queue—সারি
Questionnaire—প্রশ্নমালা
Question-answer method—প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি
Question book—প্রশ্ন-পুস্তিকা
Quorum—প্রয়োজনীয় গণপূর্তি
Quarter—চতুর্থাংশ
Quota—যথাংশ
Quote—উদ্ধৃত করা
Quotation—উদ্ধৃতি

R

Rank—পদমর্যাদা
Rate—হার
Ratio—অনুপাত
Receipt—রসিদ
Reform—সংস্কার
Region—অঞ্চল

Register—খাতা, নিবন্ধ
Registered—নিবন্ধিত
Regular—নিয়মিত
Rehearsal—মহড়া
Release—মুক্তি
Report—প্রতিবেদন
Reporter—প্রতিবেদক
Reprint—পুনর্মুদ্রণ
Resident—আবাসিক, আবাসী
Rural—গ্রামীণ
Regional—আঞ্চলিক
Reminder—তাগিদ
Remit—প্রেরণ করা
Remittance—প্রেরণ
Renewal—নবায়ন
Retail—খুচরা
Retired—অবসরপ্রাপ্ত
Retirement—অবসর
Roll—তালিকা, পঞ্জি
Routine—রুটিন

S

Salary—বেতন
Sale—বিক্রয়
Salinity—লবণাক্ততা
Sample—নমুনা
Sanction—অনুমোদন, মঞ্জুরি
Satellite—উপগ্রহ
Schedule—তফসিল, তলিকা, সময়সূচি
Screening—বাছাই
Scrutiny—সমীক্ষা, নিরীক্ষা
Saving—সঞ্চয়
Secondary—মাধ্যমিক
Secretariat—সচিবালয়
Seminar—সেমিনার
Session—অধিবেশন
Skill—দক্ষতা
Society—সমাজ
Speaker—স্পিকার
Specimen—নমুনা
Spokesman—মুখপাত্র
Sponsor—পোষক
Seasonal—মৌসুমি
Script—লিপি
Secretary—সচিব, সম্পাদক
Stock—মজুদ

T

Table—সারণী, তালিকা
Technical—কারিগরি
Technology—প্রযুক্তিবিদ্যা
Telegraph—তার
Tradition—ঐতিহ্য
Traditional—ঐতিহাসিক
Trained—প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Transport—পরিবহন
Theory—তত্ত্ব, মত
Term—শর্ত, শব্দ, পদ
Terminology—পরিভাষা
Testimonial—প্রশংসাপত্র
Test—পরীক্ষা, অভীক্ষা
Transfer—বদলি
Translation—অনুবাদ
Travel—ভ্রমণ

U

Unanimous—সর্বসম্মত
Uniform—উর্দি
Urgent—জরুরি
Universal—বিশ্বজনীন
Urban—পৌর

V

Valid—বৈধ
Vide—দ্রষ্টব্য

Venue—স্থান
Verify—প্রতিপাদন
Via—মাধ্যমে, পথ দিয়ে
Volunteer—স্বেচ্ছাসেবক
Violation—লঙ্ঘন
Viva Voce—মৌখিক পরীক্ষা
Volume—আয়তন, খণ্ড
Voucher—রসিদ

W

Wages—মজুরি
Wholesale—পাইকারি
White paper—শ্বেতপত্র

Y

Yard—অঙ্গান
Yearly—বার্ষিক

Z

Zonal—আঞ্চলিক
Zoo—চিড়িয়াখানা
Zone—অঞ্চল

অনুশীলনমূলক কাজ

১. পরিভাষা বলতে কী বোঝ?
২. পরিভাষা তৈরির সময় কোন কোন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়?
৩. পরিভাষা, প্রতিশব্দ ও অনূদিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
৪. নিচের কোন শব্দটি পরিভাষা?
   ক. প্রতিবেদন
   খ. প্রত্যয়
   গ. প্রতিশ্রুতি
   ঘ. প্রত্যেক
৫. Syllabus শব্দের পরিভাষা কোনটি?
   ক. পাঠক্রম
   খ. পাঠ্যবস্তু
   গ. পাঠ্যসূচি
   ঘ. পাঠ
৬. নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ।
   Adult, Biography, Botany, Booklet, Calender, Terminal, Effective, Principal, Class-room, Terminology, Test, Vocabulary, Advisor.
৭. নিচের যে-বাক্যে পরিভাষার যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে সেখানে (√) টিক চিহ্ন দাও আর যে-যে বাক্যে যথার্থ প্রয়োগ হয়নি সেসব বাক্যে (x) ক্রস চিহ্ন দাও।
   আমাদের পাঠক্রম (Syllabus) বেশ দীর্ঘ।
   ইংরেজি Term শব্দ থেকে পরিভাষা শব্দের উৎপত্তি।
   তিনি তিন দিন যাবৎ হাসপাতালে (Hospital) শয্যাশায়ী।
   আমাদের শ্রেণীকক্ষ (Class-room) বেশ প্রশস্ত।
   এখন বিশ্বায়নের (Globalization) যুগ।
   খবরটি বেতারে সম্প্রচারিত (Broadcast) হয়েছে।
   তিনি আমাদের দলনেতা (Team leader)।
   আমাদের জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge based) সমাজ গড়তে হবে।
   তিনি গণিতের (Mathemetics) শিক্ষক।
   ছেলেটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Blind)।
   পরিবেশ (Environment) বাঁচাতে হলে অধিক বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
৮. নিচের প্রতিষ্ঠানগুলোর পারিভাষিক রূপ লেখ:
   Bangladesh Academy for Rural Development
   Bangladesh Naval Head Quarter
   Bangladesh Road Transport Corporation
   Bangladesh School Text Book Board
   Directorate of Family Planning
   National Board of Revenue
   Bangladesh National Assembly
   Ministry of Home
   Directorate of Housing
   Ministry of Primary & Mass Education
   Directorate of Social Welfare
   External Resource Division
   National Curriculum Development Centre

বিপরীতার্থক শব্দ

১. ‘কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।’
২. ‘কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর?’
৩. ‘ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।’
৪. ‘অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সাবধানী পাঠক।’
৫. ‘বাহিরে যাহার হাসির ছটা অন্তরে তার চোখের জল।’
৬. ভালো মন্দ বিচার করে কাজ করতে হবে।

উপরের কবিতাংশ ও বাক্যগুলোতে কালো, স্বর্গ, ঢিলটি, অগ্র, বাহিরে, ভালো শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ হল— ধলো, নরক, পাটকেলটি, পশ্চাৎ, অন্তরে, মন্দ। পূর্ববর্তী শব্দের বিপরীত অর্থবোধক এই শব্দগুলো বিপরীতার্থক শব্দ। বাংলা ভাষায় এরকম প্রচুর বিপরীত শব্দ রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় বিপরীত শব্দকে Antonym বলে।
ভাষার শব্দসম্ভার বৃদ্ধি, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি ও ভাষার সৌন্দর্য সাধনের জন্য যে-কোনো ভাষায় বিপরীত শব্দ গুরুত্বপূর্ণ।

বিপরীত শব্দ গঠনের কতগুলো সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন—

ক. উপসর্গ যোগ করে

অনুকূল	—	প্রতিকূল
উত্তম	—	অধম
উত্তীর্ণ	—	অনুত্তীর্ণ
চেনা	—	অচেনা
লোভী	—	নির্লোভ

খ. পৃথক শব্দ ব্যবহার করে

খাঁটি	—	ভেজাল
জন্ম	—	মৃত্যু
সৃষ্টি	—	প্রলয়
সত্য	—	মিথ্যা
জ্ঞানী	—	মূর্খ

গ. বিদেশি শব্দের বিপরীত শব্দ গঠন। এ ধরনের শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—

ইজ্জত	—	বেইজ্জত
দোস্ত	—	দুশমন
এগানা	—	বেগানা
জমা	—	খরচ
খুশি	—	অখুশি
জায়েজ	—	নাজায়েজ
দরদ	—	বেদরদ
কসুর	—	বেকসুর

ঘ. অন্য উপসর্গের জায়গায় নির্ (নিঃ) উপসর্গ যোগ করে। যেমন—

আসক্ত	—	নিরাসক্ত
আশ্রয়	—	নিরাশ্রয়
লোভী	—	নির্লোভ
অপরাধী	—	নিরপরাধ

ঙ. অন্য উপসর্গের জায়গায় স উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন—

অসীম	—	সসীম
নির্দয়	—	সদয়
দুর্বল	—	সবল

চ. বিপরীত অবস্থাবাচক উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন—

উত্তীর্ণ	—	অনুত্তীর্ণ
অনুকূল	—	প্রতিকূল
দুর্বল	—	প্রবল
দুর্জন	—	সুজন
কুরুচি	—	সুরুচি

ছ. আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—

আয়	—	ব্যয়
ইতর	—	ভদ্র
জমা	—	খরচ
দেনা	—	পাওনা
সত্য	—	মিথ্যা

নিচে বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অ			
অকর্মক	সকর্মক	অনুকূল	প্রতিকূল
অকারণ	সকারণ	অধম	উত্তম
অক্রিয়	সক্রিয়	অনুক্ত	উক্ত
অম	সম	অঢেল	সামান্য
অগ্র	পশ্চাৎ	অনন্ত	আদি
অগ্রগতি	পশ্চাদ্‌গতি	অদৃশ্য	দৃশ্য
অগ্রজ	অনুজ	অভিজাত	অনভিজাত
অগ্রিম	বকেয়া	অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অচল	সচল	অভিপ্রেত	অনভিপ্রেত
অবোধ	সুবোধ	অভিমানী	নিরভিমান
অভ্যস্ত	অনভ্যস্ত	অন্ত	অনন্ত
অমৃত	গরল	অন্তর	বাহির
অলজ্জ	সলজ্জ	অবাক	সবাক
অল্প	অধিক/বহু	অপযশ	সুযশ
অনুরাগ	বিরাগ	অপুষ্পক	সপুষ্পক

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ	অন্ত্য	আদ্য
অফলা	সুফলা	অনুজ	অগ্রজ
অপরাধী	নিরপরাধ	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অবলা	সবলা	অণু	বৃহৎ
অর্পণ	গ্রহণ	অল্প	বিস্তর
অমর	মর	অলীক	সত্য
আ			
আকাশ	পাতাল	আত্মীয়	অনাত্মীয়
আরম্ভ	সমাপ্ত	আদব	বেয়াদব
আচার	অনাচার	আমদানি	রপ্তানি
আদান	প্রদান	আনন্দ	নিরানন্দ
আশা	নিরাশা	আনয়ন	প্রেরণ
আসল	নকল	আপন	পর
আয়	ব্যয়	আবরু	বে-আবরু
আবির্ভাব	তিরোভাব	আবশ্যক	অনাবশ্যক
আর্দ্র	শুষ্ক	আকার	নিরাকার
আদর	অনাদর	আস্তিক	নাস্তিক
আবাহন	বিসর্জন	আলো	অন্ধকার
আমিষ	নিরামিষ	আংশিক	সম্পূর্ণ
আরম্ভ	শেষ/সমাপ্তি	আগম	নির্গম
আস্থা	অনাস্থা	আসক্ত	অনাসক্ত
আবৃত	অনাবৃত	আদৃত	অনাদৃত
আরোহণ	অবরোহণ	আজ	কাল
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আহূত	অনাহূত
আকার	নিরাকার	আগত	অনাগত
আগমন	গমন, নির্গমন	আত্ম	পর
আগা	গোড়া	আয়ত্ত	অনায়ত্ত
আচার	অনাচার	আবাদি	অনাবাদি
আড়ি	ভাব		
ই			
ইতর	ভদ্র	ইতি	আরম্ভ
ইহলোক	পরলোক	ইহলোক	পরলোক
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইতি	সূচনা
ইষ্ট	অনিষ্ট		
ঈ			
ঈষৎ	প্রচুর	ঈদৃশ	তাদৃশ
ঈপ্সা	অনীহা		

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
উ			
উদ্ধত	বিনীত	উত্তম	অধম
উপকার	অপকার	উত্তমর্ণ	অধমর্ণ
উদয়	অস্ত	উক্তি	প্রত্যুক্তি
উন্নত	অবনত	উত্থান	পতন
উন্নতি	অবনতি	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উষ্ণ	শীতল	উজ্জ্বল	ম্লান
উচিত	অনুচিত	উত্তম	অধম
উঁচু	নিচু	উক্ত	অনুক্ত
উপস্থিত	অনুপস্থিত	উদার	সংকীর্ণ
উজান	ভাটি	উপকারী	অপকারী
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	উর্বর	অনুর্বর
ঊ			
ঊষা	সন্ধ্যা	ঊহ্য	স্পষ্ট
ঊর্ধ্ব	অধঃ	ঊর্ধ্বতন	অধস্তন
ঊষর	উর্বর	ঊন	বেশি
ঋ			
ঋজু	বক্র	ঋণী	অঋণী
এ			
এঁড়ে	বকনা	এপার	ওপার
একাল	সেকাল	একপদী	বহুপদী
একান্ন	পৃথগন্ন	এস্পার	ওস্পার
ঐ			
ঐক্য	অনৈক্য	ঐহিক	পারত্রিক
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য		
ও			
ওলট	পালট		
ঔ			
ঔদ্ধত্য	বিনয়		
ক			
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কুশ্রী	সুশ্রী
কাঁচা	পাকা	কৃতকার্য	অকৃতকার্য
কঠিন	কোমল	কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/কৃতঘ্ন
কুটিল	সরল	কৃত্রিম	অকৃত্রিম/স্বাভাবিক
কুৎসিত	সুন্দর	কৃশ	স্থূল
কুফল	সুফল	কৃষ্ণ	শুভ্র

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্রয়	বিক্রয়	কৃতি	অকৃতি
কোমল	কঠিন	ক্রেতা	বিক্রেতা
কুলীন	অন্ত্যজ	কঠিন	কোমল
কলুষ	নিষ্কলুষ	কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ
কান্না	হাসি	কেনা	বেচা
কম	বেশি	কাছে	দূরে
খ			
খণ্ড	অখণ্ড	খোলা	ঢাকা
খাতক	মহাজন	খ্যাতি	অখ্যাতি
খুঁত	নিখুঁত	খাঁটি	ভেজাল
খুচরা	পাইকারি	খালি	ভর্তি
খরচ	জমা	খাদ্য	অখাদ্য
খোলা	বন্ধ		
গ			
গতি	স্থিতি	গোপন	প্রকাশ
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গরল	অমৃত
গুপ্ত	ব্যক্ত	গোচর	অগোচর
গুরু	লঘু	গূঢ়	ব্যক্ত
গেঁয়ো	শহুরে	গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য
গ্রহণ	বর্জন	গৃহীত	বর্জিত
গুণ	দোষ	গত	অনাগত
গৃহী	সন্ন্যাসী		
ঘ			
ঘন	তরল	ঘরে	বাইরে
ঘাট	অঘাট	ঘটন	অঘটন
ঘাটতি	বাড়তি	ঘোলা	স্বচ্ছ
ঘাত	প্রতিঘাত	ঘর	বাহির
চ			
চড়াই	উতরাই	চলা	থামা
চঞ্চল	স্থির	চটুল	গম্ভীর
চতুর	বোকা	চলন্ত	নিশ্চল
চেতন	অচেতন	চির	অস্থায়ী
		চেনা	অচেনা
ছ			
ছোট	বড়	ছুটি	বন্ধ
		ছায়া	রৌদ্র
জ			
জড়	চেতন	জাতীয়	বিজাতীয়
জন্ম	মৃত্যু	জীবন	মরণ
জয়	পরাজয়	জোয়ার	ভাটা

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
জ্যেষ্ঠ	কনিষ্ঠ	জীব	জড়
জাগ্রত	নিদ্রিত	জীবন্ত	মৃত
জোড়	বিজোড়	জাত	অজাত
জ্ঞানী	মূর্খ	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
জঙ্গম	স্থাবর	জমা	খরচ
জটিল	সরল	জৈব	অজৈব
জ্বলন্ত	নিভন্ত	জ্ঞাত	অজ্ঞাত
জীবন	মরণ	জল	স্থল
ঝ			
ঝাল	মিষ্টি		
ট			
টাটকা	বাসি	টক	মিষ্টি
ঠ			
ঠুনকো	মজবুত	ঠান্ডা	গরম
ঠিক	বেঠিক		
ড			
ডান	বাম	ডোবা	ভাসা
ঢ			
ঢাকা	খোলা	ঢের	অল্প
ঢালু	সমতল		
ত			
তিক্ত	মধুর	ত্যাগ	গ্রহণ
তুষ্ট	রুষ্ট	তরুণ	বৃদ্ধ
ত্যাগ	ভোগ	তাপ	শৈত্য
তৃপ্তি	অতৃপ্তি	তিমির	আলোক
তরল	কঠিন	তিরস্কার	পুরস্কার
তাজা	বাসি		
দ			
দিন	রাত	দাতা	গ্রহীতা
দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুরন্ত	শান্ত
দুর্জন	সুজন	দয়ালু	নির্দয়
দুর্গম	সুগম	দেনা	পাওনা
দুর্দিন	সুদিন	দুর্ভাগ্য	সৌভাগ্য
দুর্বল	সবল	দিবস	রজনী
দুর্লভ	সুলভ	দুষকর	সুকর
দ্যুলোক	ভূলোক	দেশি	বিদেশি
দূর	নিকট	দিবা	নিশি/রাত্রি
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	দুঃখ	সুখ
দ্রুত	মন্থর	দুষ্ট	শিষ্ট
দৃশ্য	অদৃশ্য	দক্ষ	অদক্ষ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
ধ			
ধরা	সরা	ধীর	অধীর
ধনী	গরিব	ধীর	চঞ্চল
ধারালো	ভোঁতা	ধৈর্য	অধৈর্য
ধনী	নির্ধন		
ন			
নকল	আসল	নম্র	উদ্ধত
নগদ	বাকি	নিদ্রা	জাগরণ
নরম	শক্ত	ন্যায়	অন্যায়
নবীন	প্রবীণ	নন্দিত	নিন্দিত
নিঃশব্দ	সশব্দ	নির্দয়	সদয়
নিন্দা	প্রশংসা	দেশি	বিদেশি
নিয়ম	অনিয়ম	দিবা	নিশি/রাত্রি
নির্জীব	সজীব	দুঃখ	সুখ
নির্বাপিত	প্রজ্বলিত	দুষ্ট	শিষ্ট
নিশ্চল	সচল	দক্ষ	অদক্ষ
নীরস	সরস	নির্ভয়	ভয়
নতুন	পুরাতন	ন্যায়	অন্যায়
নৈতিক	অনৈতিক	নিজ	অপর
নিরাকার	সাকার	নশ্বর	অবিনশ্বর
নিরক্ষর	সাক্ষর		
প			
পটু	অপটু	পূর্ণিমা	অমাবস্যা
পক্ব	অপক্ব	পূর্ণ	শূন্য
পরিমিত	অপরিমিত	পণ্ডিত	মূর্খ
পরাজয়	বিজয়	পুষ্ট	ক্ষীণ
পাপ	পুণ্য	প্রভু	ভৃত্য
পতন	উত্থান	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
পূর্ব	পশ্চিম	প্রসন্ন	বিষণ্ন
পাকা	কাঁচা	পাশ	ফেল
প্রকাশ্য	গোপন	পানীয়	অপেয়
প্রাচ্য	প্রতীচ্য	পরাহ্ণ	পূর্বাহ্ণ
প্রিয়	অপ্রিয়	প্রকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
প্রশ্ন	উত্তর	প্রথম	শেষ
প্রশংসা	নিন্দা		
ব			
বন্ধন	মুক্ত	বন্ধু	শত্রু
ব্যক্ত	অব্যক্ত	বৈধ	অবৈধ
বিশ্রী	সুশ্রী	ব্যর্থ	সফল
বিরত	অবিরত	বিফল	সফল

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বিপক্ষ	সপক্ষ	বিষ	অমৃত
বিপথ	সুপথ	ব্যর্থ	সার্থক
বিরস	সরস	বিধি	নিষেধ
বিলম্ব	ত্বরা	বিজ্ঞ	অজ্ঞ
বৈতনিক	অবৈতনিক	বিরল	বহুল
ভ			
ভীরু	সাহসী	ভালো	মন্দ
ভুল	ঠিক/নির্ভুল	ভুক্ত	অভুক্ত
ম			
মহৎ	নীচ	মান	অপমান
মুখ্য	গৌণ	মিথ্যা	সত্য
মৃত	জীবিত	মিত্র	শত্রু
মৌন	মুখর	মন্দ	ভালো
মঙ্গল	অমঙ্গল	মূর্ত	বিমূর্ত
মিল	অমিল		
য			
যত্ন	অযত্ন	যৌথ	একক
যোগ	বিয়োগ	যশ	অপযশ
র			
রুগ্ণ	সুস্থ		
ল			
লাভ	লোকসান	লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি		
শ			
শান্ত	অশান্ত	শালীন	অশালীন
শিষ্ট	অশিষ্ট	শুভ	অশুভ
শুরু	শেষ/ইতি	শ্রী	বিশ্রী
শত্রু	মিত্র	শুচি	অশুচি
স			
সজ্জন	দুর্জন	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সৎ	অসৎ	সরস	নীরস
সদর	অন্দর	স্বর্গ	নরক
সফল	বিফল	সুখ	দুঃখ
সম	অসম/বিষম	সমাপ্ত	অসমাপ্ত
স্বদেশ	বিদেশ	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
স্বাধীন	পরাধীন	সৃষ্টি	প্রলয়
সরকারি	বেসরকারি	স্থির	অস্থির/চঞ্চল
সুপ্ত	জাগ্রত	স্বপক্ষ	বিপক্ষ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
সূক্ষ্ম	স্থূল	সম্ভব	অসম্ভব
সত্য	মিথ্যা	সক্ষম	অক্ষম
সার	অসার	সরব	নীরব
সুধা	গরল	সুষম	অসম
সুলভ	দুর্লভ	স্বার্থ	পরার্থ
সমাপ্ত	আরম্ভ	সুশীল	দুঃশীল
স্তুতি	নিন্দা	সরু	মোটা
সুগম	দুর্গম	সশস্ত্র	নিরস্ত্র
সুস্থ	অসুস্থ		
হ			
হরদম	কদাচিৎ	হাসি	কান্না
হাজির	গরহাজির	হাল	সাবেক
হুঁশ	বেহুঁশ	হর্ষ	বিষাদ
হালকা	ভারী	হার	জিত
হ্রস্ব	দীর্ঘ	হাত	বেহাত
হ্রাস	বৃদ্ধি		
ক্ষ			
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	ক্ষুণ্ন	অক্ষুণ্ন
ক্ষয়	বৃদ্ধি	ক্ষিপ্ত	শান্ত
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	ক্ষীণ	পুষ্ট
ক্ষতি	লাভ		

অনুশীলনমূলক কাজ

১. বিপরীতার্থক শব্দ বলতে কী বোঝ?

২. বাংলা ভাষায় বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা কেন?

৩. বিপরীতার্থক শব্দ গঠনের দুটি নিয়ম বল।

৪. নিচের বাক্যগুলোর খালি জায়গায় বিপরীত শব্দ বসাও।
   (১) রোগীটি অচেতন কি— বোঝা যাচ্ছে না।
   (২) ন্যায়— বুঝে কাজ করবে।
   (৩) চেইনটি আসল সোনার মনে হলেও আসলে— ।
   (৪) চেহারা দেখে কে বিদ্বান কে— নির্ণয় করা যায় না।
   (৫) প্রতিযোগিতায় জয়— দুটিকে মেনে নিতে হবে।
   (৬) সাক্ষর হলেই শিক্ষিত আর— হলেই অশিক্ষিত এ ধারণা ঠিক নয়।
   (৭) অনেক চড়াই— পার হয়ে জীবনে চলতে হয়।

৫. নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।
অনুজ, অমৃত, আচার, আযান, উজান, উচিত, ঐক্য, এঁড়ে, ঈষৎ, কাজ, কৃত্রিম, খরচ, গুপ্ত, খাতক, খোলা, জোড়, চতুর, চেতন, তাপ, তরল, টাটকা, দেশি, পটু, সরস, প্রশ্ন, নবীন, নতুন, ওস্তাদ, হাল্, শুরু, মিল, শুভ, শিক্ষা, সফল।

৬. নিচের কোন কোন বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের যথার্থ ব্যবহার হয়েছে (√) টিক চিহ্ন দিয়ে দেখাও।
(১) মন্দের ভালো আর ভালোমন্দ এক কথা নয়।
(২) ঢিলটি মারলে গুঁতো খেতে হয়।
(৩) অগ্র-পেছন বিবেচনা করে কাজ করা উচিত।
(৪) সরকারি ও অসরকারি সর্বত্র একই নিয়ম চালু আছে।
(৫) আসমান-পাতাল সবই স্রষ্টার সৃষ্টি।
(৬) মানুষের ব্যবহারে বোঝা যায় কে লোভী আর কে নির্লোভী।
(৭) অপরাধী আর নিরাপরাধী সব সময় চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

৭. নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য লেখ :
আত্মীয়, পাশ, জোয়ার, হুঁশ, স্থাবর, শুভ।

বাক্যে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ

(১) উঁচু নিচু রাস্তা দেখে পার হবে।
(২) 'তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?'
(৩) ঐক্য মানুষের মধ্যে শক্তি যোগায়, অনৈক্য বিভেদ সৃষ্টি করে।
(৪) ধনী গরিব সবার জন্য তার দুয়ার খোলা।
(৫) এ নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়।
(৬) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দোষ-গুণ দু-ই রয়েছে।
(৭) আয় বুঝে ব্যয় করবে।
(৮) অর্থই অনর্থের মূল।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

৮. নিচের ঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দাও :
(১) 'অন্তর' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. বহির্মুখ খ. বাহির
গ. বহির্গামী ঘ. বহিস্থ
(২) 'আদি' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অনাদি খ. অন্ত
গ. আদিম ঘ. আদ্যন্ত
(৩) 'ঘাত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. প্রত্যাঘাত খ. প্রতিঘাত
গ. আঘাত ঘ. ব্যাঘাত
(৪) 'সদর' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অন্দর খ. বাহির
গ. ভিতর ঘ. অন্তর
(৫) 'ভাঙা' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. গড়া খ. শেষ
গ. ভঙ্গুর গ. গঠন

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ : মানবসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্যের স্মারক কোনো জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলে। প্রবাদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের অভিজ্ঞতার ইতিহাস সংহতভাবে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ সাধারণত প্রবাদ তৈরি করে থাকে। এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এখানে সামাজিক জীবনের গৃহচিত্র পাওয়া যায় অনেক সময়।

প্রবচন : প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রবাদ লোকসমাজের সৃষ্টি বা কালের সৃষ্টি। এর কোনো লিখিত ভিত্তি নেই। লোকশ্রুতি বা জনশ্রুতির মাধ্যমে বংশপরম্পরায় তা বাহিত হতে থাকে। একক কোনো ব্যক্তি এর রচয়িতা হিসেবে দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে প্রবচন হল প্রজ্ঞাবান, মননশীল বা সৃজনশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সৃষ্টি। তাদের নামেই এগুলো পরিচিত হয়ে থাকে। কবি ও সাহিত্যিক, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ এর রচয়িতা বা উদ্ভাবক। এক কথায় প্রবাদ লোকসমাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস। অন্যদিকে প্রবচন ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট বাক্যাংশ বা বাক্য। তবে, প্রবচন একসঙ্গে জনসমাজের অধিকারে চলে আসে।

প্রবচনের কয়েকটি উদাহরণ

পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।	কবি কঙ্কণ চণ্ডী
নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?	ভারতচন্দ্র
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?	রামনিধি গুপ্ত
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।	কাশীরাম দাস
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্য: প্রবাদ প্রবচন প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ-প্রবচন সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ-প্রবচনের সংক্ষিপ্ত বাক্যে একটি জাতির নানান বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে। প্রবাদে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হল :

ক. **অর্থব্যঞ্জনা :** প্রবাদের অর্থ গভীর ও তাৎপর্যময়। এর তীক্ষ্ণ অর্থভেদী মন্তব্য শ্রোতা বা পাঠককে সহজে সচকিত করে তোলে। এর শব্দার্থ নয়, রূপক অর্থই গুরুত্বপূর্ণ।

খ. **অভিজ্ঞতার নির্যাস :** প্রবাদের শক্তি হলো অভিজ্ঞতা। লোকসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সারৎসার থাকে প্রবাদে। যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যোগ হয়।

গ. **সরল প্রকাশভঙ্গি :** প্রবাদ সহজ-সরল হওয়ার কারণে তা সহজে শ্রোতার মনে সাড়া জাগায়। প্রবাদের আলংকারিক গুণ রয়েছে বলে মানুষ তা সহজে ভুলে যায় না। সাধারণত ছন্দ ও অন্ত্যমিলের জন্য বা কখনও উপযুক্ত অনুষঙ্গের জন্য প্রবাদ দীর্ঘদিন মানুষের মনে থাকে। যেমন—

১. অর্থ অনর্থের মূল

২. কাজের সময় কাজি
কাজ ফুরালে পাজি।

প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ : অর্থদ্যোতকতার দিক বিবেচনা করে প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক : কান টানলে মাথা আসে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।

খ. নীতিমূলক : চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

গ. সমালোচনামূলক : উচিত কথায় মামা বেজার।

ঘ. সামাজিক রীতিবিষয়ক : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ইত্যাদি।
ঙ. ব্যঙ্গাত্মক : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ঠেলার নাম বাবাজি।

কিছু প্রবাদের অর্থসহ উদাহরণ নিচে সন্নিবেশ করা হল

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর	নিজের অধিকারের বাইরে যাওয়া।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	ভক্তির আতিশয্যে গোপন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস।
সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্য ধরলে কাজে সাফল্য আসে।
যার নুন খাই তার গুণ গাই	উপকারীর উপকার করা।
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা	অকর্মণ্যতার ফলে ব্যর্থতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা।
দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ	সকলে মিলেমিশে কাজ করে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা নেই।
যার লাঠি তার মাটি	যার শক্তি আছে সে-ই দখল পায়।
সস্তার তিন অবস্থা	অল্পমূল্যের জিনিস খারাপ হয়।
রথ দেখা কলা বেচা	এক সাথে দুইটি কাজ করা।
যত গর্জে তত বর্ষে না	আড়ম্বর অনুসারে কার্য না হওয়া।
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বড় আয়োজন করা।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তারপর অন্য কথা।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদাপদ একবারই আসে না।
চক চক করলেই সোনা হয় না	আসল না খাঁটি, তা চেহারা দেখে বোঝা যায় না।
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।
লোম বাছতে কম্বল উজাড়	ভলো কিছু নির্বাচন করা কঠিন।

প্রবাদ ও প্রবচন

দশের লাঠি একের বোঝা	কোনো কাজ একার পক্ষে করা কঠিন, কিন্তু দশজনের পক্ষে খুব সহজ।
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	অযোগ্য পাত্রে দান করা।
অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অকারণে অনেক লোকের অংশগ্রহণে কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
অভাবে স্বভাব নষ্ট	অভাব হলে ভালো মানুষও অসৎ হয়।
ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়	অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকি করে অপরকে ঠকালে নিজেকেও বিপদগ্রস্ত হতে হয়।
যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা	যাকে অপছন্দ তার প্রত্যেক কাজই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	শেষ অবধি সত্য উদ্ঘাটিত হয়।
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ উপস্থিত।
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল	দুষ্টের সহায়ক দুষ্ট লোক।
নেড়া দুবার বেলতলায় যায় না	মানুষ একবারই ঠকে, বারবার ঠকে না।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী	অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেও সে সৎ হয় না।
কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি	কাজ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা কিন্তু কাজ শেষ হলে খোঁজখবর না নেওয়া।
খাল কেটে কুমির আনা	নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা।
অতিদর্পে হত লংকা	অহংকার করলে পতন অনিবার্য।
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথে উপার্জিত ধন কুপথে নষ্ট হয়।
অল্পবিদ্যা ভয়ংকর	অল্প লেখাপড়া জানা ব্যক্তির অতিদর্প।
অর্থই অনর্থের মূল	অর্থ দ্বারাই যত রকমের হাঙ্গামার সৃষ্টি।
পেটে খেলে পিঠে সয়	লাভের আশায় দুঃখকষ্ট সহ্য করা।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	ছোটখাটো ব্যাপারে নিয়মের কড়াকড়ি কিন্তু বড় বিষয়ে উদাসীন।
বামন হয়ে চাঁদে হাত	অতি ছোট ব্যক্তির বড় আকাড়া।
কপালগুণে গোপাল ঠাকুর	ভাগ্য ভালো থাকলে অযোগ্য ব্যক্তিও বড় হয়।
সাপের হাঁচি বেদে চেনে	প্রকৃত চরিত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারে।
কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে পানিতে বাস	যার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তার সাথে বিবাদ করে বাস করা যায় না।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া।
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না	নিজের দেশে গুণীর আদর নেই।
যে সয় সে রয়	কষ্ট করলে বিনাশ নেই।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না	সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা।
যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে	যার যে-কাজ সে-কাজ তাকেই মানায়, অন্যে করতে গেলে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়।
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর	উপযুক্ত তদারকির অভাবে নিযুক্ত কর্মীদের কাজে অবহেলা করা।
অসারের তর্জন-গর্জন সার	গুণহীন ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন করা।
নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো	একেবারে না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভে আসলই হারাতে হয়।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদ, রক্ষার কোনো পথ নেই। (উভয়সংকট)
ঘটি ডোবে না, নামে তালপুকুর	ক্ষুদ্র ব্যক্তির বড় নাম গ্রহণ।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে ফলের প্রত্যাশা করা।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	কাকেও গ্রাহ্য না করা।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটা	ব্যথার উপরে ব্যথা দেয়া।
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	উপরওয়ালাকে ডিঙিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা।
যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই	অকারণে অতিউৎসাহ প্রদর্শন।
হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	অকর্মণ্য ব্যক্তির ততোধিক অযোগ্য দোসর।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহংকারে স্ফীত হয়ে ওঠা।
শক্তের ভক্ত নরমের যম	শক্তিমান লোকের কাছে বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে এমন।
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত	সীমিত পরিধির মধ্যে বিচরণশীল মানুষ।
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো	পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরও দেওয়া।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম	নিজের স্বার্থ দেখা।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাস্যকর নেতা সাজা।
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা।
বুদ্ধি যার বল তার	যার বুদ্ধি আছে তার শক্তিও আছে।
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	অবহেলার পাত্র কিন্তু কাজের সময় ডাক পড়ে।
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা	নিজের অনিষ্ট সাধন করেও অপরকে জব্দ করার চেষ্টা করা।
বোঝার ওপর শাকের আঁটি	অনেক বোঝার উপর আরও কিছু চাপানো।
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না	পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি চড় খেয়েও কাজ করে না বা লঘু শাসন মানে না।
আলালের ঘরের দুলাল	ধনী ঘরের অতি আদুরে ও আবদারে ছেলে।
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে	নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষী ব্যক্তির অপরাধ পতিত হওয়া।

হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাঢ্য ব্যক্তির ধনাধিক্যের নিদর্শন।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার চেষ্টা করা।
লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	চাহিবামাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায় তার সম্পর্কে বলা।
উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায়	কাজের আরম্ভটা দেখে কাজের শেষটা বুঝতে পারা।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	বেশি লোভ করলে পাপ হয় এবং পাপ করলে ধ্বংস অনিবার্য।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল	যেমন কঠিন রোগ, তেমনি তীব্র ঔষধ।
বিষ নাই কুলোপনা চক্কর	ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মৌখিক আস্ফালন।
মরা হাতি লাখ টাকা	শক্তিমানদের পতন ঘটলেও তাদের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা বহন করে।
রাখে আল্লাহ মারে কে	ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কেউ ধ্বংস করতে পারে না।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	কিছুমাত্র বেগ না পেতে হয় এমন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে	সুযোগ হাতছাড়া হলে মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির আসে।
যেমন কর্ম তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল ভোগ করে।
আঠারো মাসে বছর	অতিশয় দীর্ঘসূত্রতা।
গরু মেরে জুতো দান	জঘন্য অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সামান্য প্রতিদান দেওয়া।
দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষা	সযত্নে দুশমনকে প্রতিপালন করা।
কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস	কারও বিরাট লাভ কারও বিরাট ক্ষতি।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো	একরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	নিজে খরচপত্র না করে অন্যের উপর দিয়ে স্বার্থরক্ষা করা।
কড়িতে বাঘের দুধ মেলে	অর্থে দুষপ্রাপ্য বস্তুও সুলভ হয়।
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ	অবৈধ পথে দ্রুত উন্নতি লাভ।
পাকা ধানে মই দেওয়া	সুসম্পাদিত কাজ পন্ড করা।
ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া	বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।
আটে পিঠে দড় তবে ঘোড়ার ওপর চড়	দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে যাওয়া উচিত।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	বিপদে প্রতিকারের চেষ্টা নেই অথচ কোলাহল করা হচ্ছে।
ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেয়া	প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করা।
কয়লা ধুলে ময়লা যায় না	স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া কঠিন।
এক ঢিলে দুই পাখি মারা	একবারের চেষ্টাতেই উভয় স্বার্থসিদ্ধি করা।
খুঁটোর জোরে ভেড়া নাচে	শক্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অযোগ্য ব্যক্তিরও উন্নতি সম্ভব।
লেবু বেশি কচলালে তিতো হয়	কোনো কার্যোদ্ধারের জন্য বারংবার অনুনয় করলে বিরক্তি সৃষ্টি করা হয়।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	ছোট-বড় যাবতীয় কাজ করা।
কত ধানে কত চাল (হয়)	কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বা খবর।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অযাচিতভাবে (বিনা অধিকারে) হঠাৎ এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসা।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা	অনুরুদ্ধ হয়ে অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।
গাছে তুলে মই কাড়া	কাজে নামিয়ে সরে যাওয়া।
যে করে চক্ষুদান, তারেই কর অপমান	উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকারের পরিবর্তে তাকে অপদস্থ করা।
একতাই বল	সমষ্টির শক্তিই আসল শক্তি।
বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ	বৃদ্ধ ব্যক্তির উন্মাদনা।
উল্টা বুঝলি রাম	ভালো কথার মন্দ ব্যাখ্যা করা।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	সাথে সাথে প্রমাণ।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	কুৎসিতকে বেমানানভাবে সজ্জিত করা হাস্যকর ব্যাপার।
চোখে সরষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশেহারা হওয়া।
ডুবে ডুবে পানি খাওয়া	লোকচক্ষুর অগোচরে কার্যসিদ্ধি করা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক দুষ্টের বিরুদ্ধে অন্য দুষ্টকে লেলিয়ে দিয়ে উভয়ের বিনাশ সাধন করা।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	জঘন্য অপরাধ গোপনের হাস্যকর চেষ্টা করা।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজের খরচায় অপরের স্বার্থ দেখা।
পরের মুখে ঝাল খাওয়া	নিজে না বুঝে অন্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়	সমস্যা থাকলে ঘুরেফিরে সে সমস্যার মধ্যেই জড়িয়ে পড়া।
বেল পাকলে কাকের কী	উপভোগ করতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল।
হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে	একূল ওকূল উভয় কূল হারানো।
মাছের মায়ের পুত্রশোক	মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার পুত্রশোক অস্বাভাবিক।
হাতে নয় ভাতে মারা	প্রহার না করে কেবল উপবাসী রেখে দুর্বল করা।

অনুশীলনমূলক কাজ

১. **নিচের প্রবাদ ও প্রবচনগুলোর অর্থ লেখ :**
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
অতি চালাকের গলায় দড়ি।
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
একতাই বল।
বেল পাকলে কাকের কী।

২. **নিচের প্রবাদগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা কর :**
কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।
সবুরে মেওয়া ফলে।
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।
দশের লাঠি একের বোঝা।
গরু মেরে জুতো দান।
উনো ভাতে দুনো বল।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩. **প্রবাদ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।**

৪. **প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে কি ব্যাপক পার্থক্য আছে ? বুঝিয়ে লেখ।**

৫. **নিচে প্রবাদগুলোর পাশে দেওয়া ঠিক অর্থের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :**
বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপাত্রে দান করা)
উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (উপকারীর উপকার স্বীকার করা)
নুন খাই যার গুণ গাই তার (হঠাৎ বিপদ আসা)
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (সত্যের প্রকাশ এমনিতেই হয়)
এক ঢিলে দুই পাখি মারা (একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধন)

পত্রলিখন

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পত্ররচনা মানবসমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে পত্র লিখতে হয়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, সব মানুষেরই যোগাযোগের ক্ষেত্রে পত্ররচনার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, দাপ্তরিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি প্রয়োজনে পত্র লিখতে গিয়ে কতকগুলো নিয়ম বা রীতির অনুসরণ করা দরকার। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার-এর মাধ্যমে ই-মেইল, ফোন বা মোবাইলে SMS পদ্ধতি চালু হওয়ায় ব্যক্তিগত পত্র রচনার প্রয়োজন অনেকাংশে সীমিত হলেও দাপ্তরিক, সামাজিক এবং অন্যান্য কাজে পত্রের গুরুত্ব বেড়েছে। তাই পত্র লেখার প্রয়োজনও বেড়েছে। সুতরাং পত্র লেখার প্রয়োজন, পত্রের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে চিঠিপত্রকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক. ব্যক্তিগত পত্র

খ. দাপ্তরিক পত্র

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত পত্র

ঘ. স্মারকলিপি বা মানপত্র

ঙ. জনস্বার্থ বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখিত পত্র।

এ ছাড়াও আরও অনেক প্রয়োজনে অনেক প্রকার পত্র রচিত হতে পারে। তবে চিঠিপত্রের সঠিক আঙ্গিক বা রীতি মেনে চলা উচিত। চিঠির ভাষা, বক্তব্য স্পষ্ট ও শুদ্ধ হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত চিঠির ভাষার নিজস্ব শৈলী থাকা প্রয়োজন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিঠি অনেক সময় সাহিত্যিক গুণ অর্জন করে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র'। সুতরাং সুন্দর চিঠি লিখতে প্রতিভা দরকার। বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকরা সুন্দর করে চিঠি লেখেন। আবার রাজনৈতিক ব্যক্তির চিঠিও অনেক সময় ইতিহাসের উপাদানরূপে গণ্য হয়। মানুষ পত্রে সবসময় সত্য কথা লেখেন। তাই পত্রের গুরুত্ব বহুমাত্রিক।

তবে সামগ্রিকভাবে পত্রের প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে পত্রকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **ব্যক্তিগত পত্র** : আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পারিবারিক কোনো সদস্যের কাছে যে চিঠি লেখা হয় সেগুলোই ব্যক্তিগত পত্র।

২. **ব্যবহারিক পত্র** : আবেদন-নিবেদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অভিনন্দন পত্র, শোকপ্রকাশ, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদিকে বলে ব্যবহারিক পত্র।

ব্যক্তিগত পত্রে প্রিয়, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, কল্যাণীয়াসু, সুহৃদবরেষু, বন্ধুবর, প্রীতিভাজনেষু, কিংবা জনাব, মহোদয় ইত্যাদি সম্বোধন করতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক পত্রে মাননীয়, মহাত্মন, মহোদয় ইত্যাদি সম্বোধন করা প্রয়োজন। নিচে কিছু পত্রের নমুনা দেওয়া হল—

১. স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

ধানমন্ডি
২০.১২.০৮ ইং

প্রিয় 'ক'

তোমার পাঠানো পোস্টকার্ড পেয়েছি। আশা করি পরিবারের সবার সাথে তুমিও সুস্থ আছ। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও। আজই ছিল আমাদের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। আর অনুষ্ঠান থেকে ফিরেই তোমার চিঠি হাতে পেয়ে কী যে খুশি হয়েছি তা বলাই বাহুল্য।

কেমন অনুষ্ঠান হল তা জানতে নিশ্চয়ই তোমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। বলছি—শুরু থেকেই।

আমরা স্কুলটিকে এবার অন্যান্য বারের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলাম। স্কুলের গেট সাজানো হয়েছিল বিভিন্ন রঙিন কাপড় দিয়ে। স্কুলের মাঠে আলাদা মঞ্চ ও শামিয়ানার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার ওপর রঙিন কাগজের ব্যবহার তো ছিলই। বেলা দশটার দিকে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেন। এগারোটার দিকে এলেন প্রধান অতিথি মেয়র সাহেব।

প্রথমে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। হেডস্যার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করে শোনালেন। অন্যান্যদের ভাষণের পর প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখলেন। তারপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরপর পুরস্কার বিতরণের পালা। আমি প্রত্যেক দিন স্কুলে উপস্থিত থাকার জন্য একটি পুরস্কার এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের মাঝে স্কুলে অনুপস্থিতির হার সবার চেয়ে কম বলে আরেকটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছি। তা ছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে প্রথম পুরস্কার পাই। প্রধান অতিথি আমাকে আদর করে বললেন যে, তিনিও ছাত্রজীবনে এমন নিয়মানুবর্তিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন; কিন্তু আমার মতো তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন না। একথা শুনে আমি আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হলে হেডস্যারসহ শিক্ষকমণ্ডলী আমাকে অভিনন্দন জানালেন। এতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তুমিও তোমার স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের কথা জানাবে। পার তো স্কুল বন্ধ হলে ঢাকায় আমাদের বাড়ি এসো। আমরা খুশি হব।

তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও, টুনটুনিকে দিও আমার অশেষ আদর।

ইতি
তোমার বন্ধু
'খ'

মনে রেখো : এ পত্রটি একটি নমুনা মাত্র। পরীক্ষায় খাতায় এভাবেই 'ক' ও 'খ' দিয়ে লিখবে। সে-সাথে 'শিরোনাম' নিচের মতো করে দিতে চেষ্টা করবে।

প্রেরক 'খ'	ডাকটিকিট প্রাপক 'ক' প্রযত্নে– চ গ–স্কুল, অষ্টম শ্রেণী ক্রমিক –'ব'

২. বন্ধুর পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র।

আহসানগঞ্জ, নাটোর
২০.১১.২০০৮

প্রিয় শাহীন,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। আশা করি পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় এক প্রকার ভালোই আছ। চিঠিতে তোমার আব্বার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা মর্মাহত।

দেখ শাহীন, এ নশ্বর পৃথিবীতে কেউই চিরজীবী নয়। তুমি আমি কেউ নয়। পিতা-মাতা সবার থাকে না, এই ধর এখন তোমার পিতা গেলেন, আরও পরে যাবেন মা। এই তো নিয়ম। আমি তো মাকে হারিয়েছি অনেক বছর। পিতা এখন শয্যাশায়ী, যে-কোনো দিনই কালের অমোঘ নিয়মে তাঁকে চলে যেতে হবে মৃত্যুর আহ্বানে। এটি জগতের অতি

সাধারণ নিয়মগুলোর একটি। তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, সে-ভাষা আমার জানা নেই। আরও জানি, যে স্বজন হারাল তাকে সান্ত্বনা দেওয়া নিতান্তই বোকামি। তাই প্রার্থনা করি বিধাতা যেন তোমাকে দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা দেন। আর হ্যাঁ, তুমি তো সংসারের বড় ছেলে, এ-মুহূর্তে তুমি যদি ভেঙে পড়, কান্নাকাটি কর, তা হলে ছোট ভাইবোনগুলোকে প্রবোধ দেবার কে থাকবে? তাই এ-মুহূর্তে তোমাকে এবং বিশেষ করে তোমার আম্মাকে মন শক্ত করতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। কারণ, এতে সংসার এলোমেলো হয়ে যাবে। তিনি যেন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম এবং বেশি কান্নাকাটি না করেন সেদিকে খেয়াল রাখবে। তুমি ঠিকমতো পড়াশুনা করবে, ছোট ভাইবোনদেরও বলবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তোমার আব্বার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করবে। এতে মনের শান্তি ও শক্তি দুটোই ফিরে আসবে। তোমার আম্মাকে আমার সালাম ও ছোটদের স্নেহাশিস দিও। খোদা হাফেজ।

ইতি
তোমার বন্ধু
আলম

প্রেরক এস. আলম আহসানগঞ্জ নাটোর।	ডাকটিকিট প্রাপক শাহীন প্রযত্নে : আব্দুর রহিম গ্রাম ও ডাক : মোহনপুর রাজশাহী।

৩. ছোট ভাইকে উপদেশ দিয়ে বড় ভাইয়ের পত্র।

সুলতানাবাদ, রাজশাহী
২০.১০.২০০৮

স্নেহের শুভ,

স্নেহ ও দোয়া রইল। আশা করি ভালোই আছ। দিন কতক আগে রায়হানের চিঠিতে জানতে পারলাম যে, আজকাল তুমি নাকি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে উঠেছ। ঠিকমতো পড়াশুনা করছ না। এটা জেনে আমি কিছুটা হতাশ। তোমার ভালো করেই জানা উচিত যে, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমাদের এমন কোনো সম্পত্তি নেই যার ওপর নির্ভর করে পায়ের ওপর পা তুলে বিনা কাজে জীবন কাটাতে পারি। আর লেখাপড়া না করে নিজেদের গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই। লেখাপড়া না করলে কোনো কায়িক পরিশ্রম করেও নিজের অন্নসংস্থান করতে পারবে না। তোমার মতো এমন দুর্বল দেহের ছেলেরা লেখাপড়া করে কোনো কাজে না লাগতে পারলে, অন্যের কাঁধের বোঝা হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আর মনে রেখো— পরনির্ভরশীল জীবনের মতো লজ্জাকর জীবন আর নেই। তোমার এই দুর্গতির কথা মা জানেন না নিশ্চয়ই! তিনি জানলে তোমার বিপদ হবে বেশি। এখনও সময় আছে, পড়ালেখার প্রতি নজর দাও। কারণ তুমি এখন বড় হয়েছ, তাই তোমার ভালোমন্দ তোমাকেই বুঝতে হবে।

এখন থেকে সবকিছুই রুটিনমাফিক করতে চেষ্টা করবে। নিয়মিত স্কুলে যাবে। আর যখন-তখন আড্ডা দেওয়া, দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করবে। আর তখন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত যতখুশি দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলা করতে পার, ওতে তোমারই মঙ্গল হবে।

আশা করি এবার থেকে সুবোধ ছেলের মতো পড়াশুনা করবে। মার অবাধ্য হবে না। তোমার দুরন্তপনায় মা যে খুব

বিরক্ত তা তুমি হয়তো বুঝতে পার না। মার ইচ্ছাকে মূল্য দিতে শেখ, লেখাপড়ায় আরও ভালো হতে চেষ্টা কর। মাকে আমার সালাম দিও। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বড় ভাই
লিটন

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক
....	....

৪. বড় বোনের বিবাহউৎসবের আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে পত্র।

খুলনা
২.১১.২০০৮

প্রিয় সাদি,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি বিধাতার অশেষ কৃপায় ভালোই আছ। আমরাও মোটামুটি ভালো।

তোমাকে একটি খুশির খবর দিচ্ছি, আর তা হল আসছে পহেলা জানুয়ারি নাজনিন আপার বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি খুশির দিনে আমার সমবয়সী কেউ কাছে নেই বলে দুঃখ হচ্ছে। আমার চিঠি পৌঁছামাত্রই তুমি চলে আসবে। তোমার কথা মা-বাবাও বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। তুমি যাতে এখানে সহজেই আসতে পার, তাই তোমার আব্বা-আম্মার অনুমতির জন্য বাবা একটি চিঠি দেবেন বলেছেন। তুমি এলে দুজনে মিলে খুব আনন্দ করা যাবে। তোমার প্রতীক্ষায় থাকলাম। আজ আর নয়। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও। খোদা হাফেজ।

ইতি
মোস্তাফিজ

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক
মোস্তাফিজ খুলনা।	সাদি রহমতউল্লাহ গ্রাম+ডাক : নাচোল, নবাবগঞ্জ।

৫. একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

সুরানন্দী, কুমিল্লা
১৪.০১.২০০৮ ইং

প্রিয় এনায়েত,

শুভেচ্ছা রইল। আশা করি ভালো আছিস। গতকাল তোর চিঠি পেয়েছি। দোস্ত, আমার কিন্তু মনটা বেশি ভাল নেই, শরীরটাও তেমনি। কারণটা বলছি—

গত পরশুদিন আমার নানার বাড়ি দড়নিপাড়া ছিলাম। সেদিন সকালের দিকে বকুল মামার সাথে ইলিয়টগঞ্জ বাজারে যাচ্ছিলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক আগের চেয়ে উঁচু ও চওড়া করা হয়েছে। গাড়িও চলে ভীষণ জোরে। তাই মহাসড়কে উঠে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছি। এক সময় একটি পাঁচ-ছয় বছর বয়সের ছেলে হঠাৎ দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, আর তখনই তাকে অনুসরণ করে একই বয়সের আরেকটি মেয়ে দৌড় দিচ্ছিল। তাকে পেছন থেকে চুলের গোছা ধরে টেনে থামিয়ে দিলাম আর দুটি বাস সমান তালে পাল্লা দিয়ে পাশাপাশি এগিয়ে গেল। বাস দুটো যত জোরে আসছিল তাতে মেয়েটি রাস্তার মাঝামাঝি থাকতেই চলন্ত বাসের চাকায় পিষ্ট হত। মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল। তাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। কিন্তু যার মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে তাকে বাঁচায় কার সাধ্য। বাস এতজোরে আসছিল যে, পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একটি রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। রিকশার চালক উড়ে গিয়ে সড়কের পার্শ্ববর্তী খালে পড়ল দুমড়ানো রিকশাসমেত, কিন্তু দেখা গেল সেই রিকশাটির জায়গায় কালো রাস্তাকে লাল রঙের স্রোত বইয়ে, নিঃসাড় পড়ে আছে মেয়েটি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়ে গেলাম। মেয়েটির মাথা পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, আর রক্তের একটা উষ্ণ গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করতেই হড়হড় করে বমি আসতে চাইল। আমি আর সেখানে থাকতে পারছিলাম না। পরে বকুল মামার কাছে শুনেছি সেই রিকশার চালক পানিতে পড়ার কারণে বেঁচে গিয়েছিল। অথচ যার মরবার কথা ছিল না সে-ই মরে গেল।

তাই বাড়িতে আসবার পরও ক্ষণে-ক্ষণে সে-দৃশ্যটি আমার মনে পড়ছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারছিলাম না। তোকে জানাতে পেরে নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে।

তোর মনটা হয়তো খারাপ করে দিলাম, কিন্তু এ ছাড়া আর কার কাছে এভাবে বলতে পারতাম বল? যাক, তোর অনুভূতি জানিয়ে চিঠি দিস, অপেক্ষায় থাকব। ক্লাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে জানাবি। খোদা হাফেজ।

ইতি
খালেদ

প্রেরক	প্রাপক
....	ডাকটিকিট
....	....
....	....
	....

৬. পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র।

মিরপুর, ঢাকা
১২.০১.২০০৮ ইং

বন্ধুবর শফিক,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও। সেইসাথে রইল আরও উষ্ণ অভিনন্দন। তোমার পরীক্ষার ফল জেনে এত খুশি হয়েছি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হবে তা জানতাম, কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত কেউ তোমার মতো এত বেশি নম্বর পায়নি, একথাটি নিশ্চয়ই তোমারও অজানা। সেদিন আমাদের প্রধান শিক্ষক তোমার কথা বলে আমাদের উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ছাত্র হলে এমন ছাত্রই হওয়া উচিত। দেখ রশিদ, তুমি যে তার বন্ধু একথা বলতেও তুমি আনন্দ পাচ্ছ।" বলতে লজ্জা নেই যে, আমি তোমার চেয়ে অনেক খারাপ ছাত্র। যদিও আমি এবারও পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি তবুও তোমার তুলনায় তা কিছুই না। আশা রাখি এভাবে তোমার কীর্তির আলোকে আমাদেরও আলোকিত করে রাখবে এবং সে-আলোয় যেন এগিয়ে নিতে পারি নিজেদের সফলতার তরণী। এ মুহূর্তে আমার একান্ত প্রত্যাশা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যেন তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হতে পার। পাশাপাশি আমিও চেষ্টা করব নিজের একটা স্থান করে নিতে।

তোমার এ কৃতিত্বের খবরে আব্বা-আম্মা দুজনেই খুব খুশি হয়েছেন। আব্বা যে তোমার মেধার সংবাদ রাখেন সেও তোমার অজানা নয়। আমাদের পরিবারের ধারণা এসএসসি পরীক্ষাতেও তোমার কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত হব। আব্বার মতে পড়াশুনার প্রতি আরও যত্নবান হওয়া তোমার পক্ষে জরুরি। কারণ, তিনিও তো একদিন তোমার শিক্ষক ছিলেন। যদি সময় করতে পার তা হলে আমাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যেও, আমরা খুব খুশি হব।

পরিশেষে তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে আজ এখানেই লেখার ইতি টানছি। খোদা হাফেজ।

তোমার বন্ধু
রশিদ

প্রেরক রশীদ মিরপুর, ঢাকা–১২১৬	ডাকটিকিট প্রাপক সৈয়দ শফিকুর রহমান যশোর। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

৭. পঠিত গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

তালাইমারী
রাজশাহী
২০.৩.২০০৬

প্রিয় অরুণ,

আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেকদিন পর তোমাকে লিখছি। নানা কারণে তোমার শেষ চিঠির জবাব দিতে পারিনি। সেজন্য সত্যি দুঃখিত। কদিন আগে একটি উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। এখনও মাথায় চরিত্রগুলো ঘুরছে। তোমাকে আমার অনুভূতিগুলো বলব। আশা করি তুমিও বইটি পড়বে।

বইটি হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি'। ডোমের ছেলে নিতাই তাদের বংশের ডাকাতির পেশায় না গিয়ে কবি হয়ে উঠল। বাল্যকাল থেকেই সে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, আর গান তৈরি করে নিজেই তাতে সুর করে গেয়ে ওঠে। একদিন এক কবির লড়াইয়ে একজন কবি অনুপস্থিত থাকলে নিতাইয়ের ডাক পড়ে। নিতাই গান করে, সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। যেমন তার গানের বাণী, তেমনি তার গলার সুর। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সে ঠাকুরঝির প্রেমে পড়ে। ঠাকুরঝি তাকে অসম্ভব ভালোবাসে। ঠাকুরঝির সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় জেনে নিতাই ঝুমুর দলে যোগ দেয়। সেখানে নর্তকী-গায়িকা বসন্ত তাকে পছন্দ করে। জোর করে তাকে ভালোবাসতে চায়। নিতাই সব ছেড়ে একদিন ঠাকুরঝির কাছে ফিরে আসে। এসে দেখে ঠাকুরঝি মারা গেছে। কালো নিতাই একসময় গান গেয়েছিল, 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।' আমার মাথায় সবসময় নিতাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ভালো বই মনে হয় এরকমই জাদু করে। আশা করি তুমিও বইটি পড়বে।

আজ আর অন্য কিছু লিখছি না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ইতি।

তোমার বন্ধু
কাজল

প্রেরক কাজল ১০, জাকারিয়া সড়ক রাজশাহী	ডাকটিকিট প্রাপক অরুণচন্দ্র বর্মন মেইন রোড চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী।

৮. পরীক্ষার পর অবসর কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

ঢাকা
১০.৬.২০০৮

প্রিয় নীলা,

আমার শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তুমি ভালো আছ। তোমার নিশ্চয় পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমারও শেষ হয়েছে। সামনে চার মাস আমার অখণ্ড অবসর। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নেব। তবু দীর্ঘদিনের ক্লান্তি একটু দূর করতে চাই।

নীলা, আগামী সপ্তাহে আমি বাবা-মার সাথে কক্সবাজার বেড়াতে যাচ্ছি। সাত দিনের সফর। টেকনাফ, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সেন্টমার্টিন যাব। আমার খুব ইচ্ছে তুমি আমাদের সাথে যাবে। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে, চট্টগ্রাম থেকে তোমাকে আমরা সাথে করে নেব। গল্পে শুনেছি, টিভিতে দেখেছি সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সাদা সাদা ফেনারাশি কেমন করে আছড়ে পড়ে। উহ্, ভাবতেই শিউরে উঠছি। আরও মজার ব্যাপার হল, বহুদিন পর তোমার সাথে দেখা হবে। আশা করি সাত দিন আমাদের ভালোই কাটবে। বাকি সময় কীভাবে কাটাব সেটা তোমার সাথে আলাপ করে ঠিক করব।

তা হলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আব্বা ও আম্মাকে আমার সালাম দিও। তুতুলকে স্নেহ ও আদর। প্রস্তুত থেকো, আমি আসছি। আবারও শুভেচ্ছা। ইতি।

তোমার বন্ধু
কাজল

প্রেরক অয়ন্তী আফসানা খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা	ডাকটিকিট প্রাপক নিলা মাহজীবন নতুন চৌধুরীপাড়া, কুমিল্লা।

৯. তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।
অথবা, তোমার জীবনের স্মরণীয় দুর্ঘটনা জানিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একখানা পত্র লেখ।

শিবোইল, রাজশাহী
১০ই জুন, ২০০৮

প্রিয় মং,

শুভেচ্ছা নিও। ভালো আছ আশা করছি। আমি আছি কোনোরকম। সেদিনের একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছি না। তাই তোমাকে জানানোর তাগিদ অনুভব করলাম। ঘটনার দিন সকালের দিকে বাজারে যাব

বলে আমরা কয়েকজন বন্ধু রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে সরকারি নবাব সিরাজদ্দৌলা কলেজের পিকনিক পার্টির বাস চলে গেল, কিছু দূর গিয়ে একটা বিকট শব্দে বাসটি ব্রিজের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে গেল। সে কী আর্তনাদ! ঘটনাস্থলে আমরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে গেলাম। বাসটি থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে তিন জন ছাত্রকে বাঁচানো যায়নি। আর কী! পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধারকাজে সহায়তা করা হল। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছেই, যারা ছাত্রী ছিল তাদের অবস্থা আরও করুণ। তাদের আমরা হাসপাতালে পাঠালাম। তার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তবে নিজের চোখে না দেখলে এ কষ্ট বোঝানো যাবে না।

এর পর থেকে আর কিছুই ভালো লাগছে না। সম্ভব হলে তুমি এখানে বেড়িয়ে যেও। তোমার বাড়ির সবাইকে সালাম ও স্নেহ।

ইতি
তোমারই
বন্ধু জায়েদ

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১০. তোমার দেখা বিজ্ঞানমেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।
অথবা, তোমার দেখা যে-কোনো মেলার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

রাঙ্গুনিয়া কলেজ,
চট্টগ্রাম।
১০ই জুলাই, ২০০৭

সুপ্রিয় স্মৃতি,

শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে বসেছি। কিন্তু তোমার তো একরাশ অভিযোগ। সেটা অবশ্যই আমার পাওনা। তবে তুমি যাই বল না কেন আমি কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম বলে চিঠির উত্তর দিতে পারিনি।

যাহোক, গত সপ্তাহ পুরোটাই আমি ব্যস্ত ছিলাম বিজ্ঞানমেলা নিয়ে। আমাদের কলেজে এ জাতীয় মেলার আয়োজন এই প্রথম। তাই তা ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণীয়। এদিকে অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের যাতে অসুবিধা না হয় তার দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হয়। তদুপরি আমিও এতে অংশগ্রহণ করি। তাই একটা সুন্দর উপাত্ত তৈরি করার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলাম।

সত্যিই ভীষণ এক মজার ব্যাপার; একে তো অজ পাড়াগাঁ, ধরেই নিয়েছিলাম মেলা জমবে না। কিন্তু তা নয়। বিভিন্ন স্থান থেকে খুদে খুদে বিজ্ঞানীরা তো নানা প্রকার প্রদর্শনী নিয়ে হাজির। সৌরচুল্লির রন্ধনপ্রক্রিয়া, আরও কত কী! আরও ছিল স্নো পাউডার তৈরির কারখানা, সেটা তো মেয়েরাই দখল করে নিল। তবুও বলতে হয় এ বিজ্ঞানমেলা জমে উঠেছিল। সর্বোপরি দর্শকের উপস্থিতি ছিল মনে রাখার মতো।

যাক, আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। তুমি তো পড়াশুনায় খুবই ব্যস্ত। অভিমান কোরো না। অবশ্যই উত্তর দেবে।

তোমার আব্বা–আম্মাকে সালাম ও ছোটদের স্নেহাশিস রইল।

ইতি
তোমারই
তিতির

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	
....	....	

১১. একটি বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।
অথবা, তোমার দেখা ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র রচনা কর।

ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৩ই জুন, ২০০৮

প্রিয় অনীক,

অনেক দিন হল তোমার কোনো খবর জানি না। আশা করি ভালো আছ। আমি স্কুল থেকে সোনারগাঁ বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁ দেখা, বাংলার গৌরব ঈশা খাঁর অমর কীর্তি সোনারগাঁ। এর প্রাচীন স্থাপত্য, প্রাকৃতিক শোভা যা বাস্তবে না দেখলে কখনও বোঝানো যাবে না। এখানের লোকশিল্প জাদুঘর দেখার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের। সে ইচ্ছা পূরণ হল এখন। সকাল দশটায় আমরা সোনারগাঁ–এ পৌঁছলাম। ছায়াঢাকা, পাখিডাকা শান্তির নীড় যেন এক স্নিগ্ধ শহর। রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় দ্বিতল ভবন। সামনেই একটা পুকুর। পুকুরের পাশে রয়েছে লিচুগাছের সারি। ঘাটের পাশেই ঘোড়ার পিঠে রয়েছে বীরযোদ্ধা। ভয় পেয়েছ! না, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এ তো পাথরে গড়া। সে পুকুরেই আছে স্বচ্ছ জল। একটু এগিয়ে যেতে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রচেস্টায় স্থাপিত বাংলার লোকশিল্প ও কারুশিল্প জাদুঘর। এখান থেকে শুরু ঈশা খাঁর রাজধানী। রাস্তার দুপাশে রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন দালানকোঠা।

সপ্তদশ শতকে সোনারগাঁ ছিল জলবেষ্টিত, আজও বর্তমান মূল শহরের পিছন দিয়ে ক্ষীণ স্রোতধারার নদী বর্তমান। তা ছাড়া রয়েছে ইতিহাসখ্যাত গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মাজার।

উত্থান-পতনের ধারায় হারিয়ে যাবে এ ঐতিহ্য। কিন্তু মানবহৃদয়ে চিরদিন থাকবে অমলিন। তাই তুমিও সময় পেলে দেখে যাবে এ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিবর্ণ দালানকোঠা, ইতিহাসের নিদর্শন। এমন সময় খাওয়ার তাগিদ এল। খেয়ে দেয়ে আবার বাসে ফিরে এলাম। শেষ হল আমাদের ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও বনভোজন।

ইতি
তোমার বন্ধু রইস

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	
....	....	

১২. তোমার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখ।

জহিবাবাদ, মতলব
চাঁদপুর
জুন, ২০০৮

প্রিয় নেহা,

শুভেচ্ছা নিস। তুই জানতে চেয়েছিস আমার জীবনের লক্ষ্য কী? হ্যাঁ, তোর জানতে চাওয়া অন্যায় নয়। আমি পরীক্ষার পরপরই তোকে এসব জানাতাম। যাহোক ভাই, সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে চায়। তুই হয়তো অবাক হবি, আমি কিন্তু ভাই ঐ দলের কেউ নই। তবে কী হব? সত্যিই তো! তবে শোন, আমি একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চাই। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে-পড়া এ হতভাগা জাতির জন্য একটু কাজ করতে চাই। বিকশিত করতে চাই প্রতিভাকে। গড়তে চাই দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধা, সময়ের সাহসী সন্তান তৈরি করতে চাই। নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার জন্য আমি শিক্ষক হব। জানি তুই আমাকে পাগল বলবি। বলাই উচিত, তবু তো সগৌরবে উচ্চারণ করব আমি একজন শিক্ষক।

আমি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। ভালো করব আশা করি। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভালো শিক্ষক হতে বেশি কষ্ট হবে না।

আমার পরিকল্পনা তোকে জানালাম। আমাকে তোর উদ্দেশ্যটা জানাস। তোর জীবন আরও সুন্দর, আলোকিত হোক সেই আশা করি।

ইতি
তোমারই বন্ধু ভাষণ

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক ....

১৩. টাকা চেয়ে পিতার নিকট চিঠি লেখ।

সরকারি রাঙ্গামাটি কলেজ,
পার্বত্য চট্টগ্রাম।
৮.২.২০০৮

শ্রদ্ধেয় বাবা,

চিঠির প্রথমে আমার অজস্র সালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি খোদার ফজলে আপনারা বাড়ির সবাই কুশলেই আছেন। আপনার কথামতো আমি গতকাল হোস্টেলে সিট নিয়েছি। এখানে হোস্টেলের সিটের জন্য এবং খাওয়াদাওয়া বাবদ অগ্রিম ২০০০ টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তাই আমার চিঠি পাওয়ামাত্র হোস্টেলের জন্য ২,০০০/- টাকা এবং আমার অন্যান্য খরচের জন্য ১,৫০০/- টাকা, সাকল্যে মোট ৩,৫০০ টাকা মানিঅর্ডারযোগে পাঠিয়ে দেবেন।

এখানে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। দুএকদিন পরেই আমাদের ক্লাস শুরু হবে। ইচ্ছে আছে, ক্লাস শুরু হওয়ার পর ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ে আমি প্রাইভেট পড়ব। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ চাই।

মাকে আমার সালাম দেবেন এবং আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন। ইভা ও নদী যাতে ঠিকমতো পড়াশুনা করে সেদিকে লক্ষ রাখবেন। আপনাকে আবারও সালাম।

ইতি
আপনার স্নেহের
নিবেল

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক ....

১৪. অসুস্থ শয্যাশায়ী বন্ধুকে সান্ত্বনা জানিয়ে পত্র।

চাঁদপুর
৭.৩.২০০৮

প্রিয় এহতেশাম,

আমার শুভেচ্ছা নিও। জামিলের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে, তুমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছ। হঠাৎ তোমার অসুস্থতার খবর আমাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। আমি এজন্য খুবই বেদনাহত।

যাহোক এতদূর থেকে শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে ছুটে গিয়ে তোমায় চোখের দেখা দেখে আসব সে উপায় নেই। তাই তোমাকে কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। অসুস্থতা মানুষের সাময়িক ব্যাপার। এ ব্যাপারে তাই কখনও ভেঙে পড়তে নেই। মনোবলই হচ্ছে আসল নিরাময় শক্তি। শরীর থাকলেই ব্যাধি আছে, আবার রোগ হলেই ওষুধ ও ডাক্তার অপরিহার্য। তুমি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চলবে। আমার আরেকটা কথা বিশেষভাবে মনে হচ্ছে— হুঁশিয়ার ও যত্নবান হবে। পড়াশুনার ব্যাপারে তোমার সাময়িক ক্ষতি হচ্ছে জানি। কিন্তু সেজন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। সুস্থ হওয়ার পরে অতিরিক্ত লেখাপড়া করে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আস এ কামনা করে চিঠি শেষ করছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
ওমর খৈয়াম

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক ....

১৫. ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গ্রামের ছোট ভাইয়ের কাছে পত্র।

সিলেট
৭.৪.২০০৮

স্নেহের নুহাস,

আমার স্নেহাশিস নিও। তোমার দুটি চিঠি পেয়েছি কিন্তু জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল। এর কারণ আমি নিজেই বাড়ি আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন না। যাহোক, যে-কারণে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সেটা লিখেই জানাচ্ছি। সেটা হচ্ছে রাজশাহী শহরে ডেঙ্গুজ্বরের বেশ প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু রোগী মারা পড়েছে। বর্তমানে শহরের অলিতেগলিতে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। কিন্তু মুশকিল হল প্রাথমিক পর্যায়ে এ জ্বর শনাক্ত করা খুবই মুশকিল। এ জ্বরকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই মনে হয়। এ জ্বরও ভাইরাসঘটিত। ১—৭ দিন এর প্রকোপ থাকে। ছয়, সাত দিন পর প্রাকৃতিক নিয়মেই ভাইরাসগুলো মারা পড়ে।

এডিস নামক এক প্রকার মশার কামড় থেকে ডেঙ্গুজ্বরের উৎপত্তি। এডিস মশা কোনো ডেঙ্গুজ্বর-আক্রান্ত রোগীকে দংশন করে অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে পুনরায় দংশনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে শুরু হয় এ জ্বর। জ্বরের মাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে থাকে। রোগী খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। সময়মতো ডাক্তারের শরণাপন্ন না হলে মৃত্যু অবধারিত।

গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। সেখানকার অশিক্ষিত লোকেরা স্বাস্থ্যসচেতন না থাকায় নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করার সময় এসেছে। কারও জ্বর দেখা দিলেই তাকে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে, বেশি অসুবিধা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। এ রোগ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের মশানিধন করতে হবে। মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করতে হবে। বাড়িতে মশার ওষুধ স্প্রে করে বা কয়েল জ্বেলে মশা বিতাড়ন করতে হবে এবং রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে।

আশা করি আমার কথাগুলো তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে পৌঁছে দেবে। গ্রামের অসহায়-অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সবাই মিলে তাদের মধ্যে এসব কথা প্রচার করবে।

বাবা-মাসহ বাড়ির অন্য সবাইকে আমার সালাম দিও এবং আমার জন্য দোয়া করতে বোলো। তুমি ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধকল্পে গ্রামে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছ তা আমাকে জানাবে। তোমার চিঠি পেলে আবার লিখব। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বড় ভাই
সোহেল

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	
....	....	

১৬. একটি লঞ্চ-দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বন্ধুকে লেখা পত্র।

ঢাকা
১৪.৫.২০০৮

সুপ্রিয় জহির,

শুভেচ্ছা। আমি এইমাত্র ঢাকা এলাম। আমার এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে চাই। আমি এখনও সত্যিকারভাবে বেঁচে আছি কি না, বেঁচে থাকলে কীভাবে বাঁচলাম এটাই শুধু ভাবছি। অন্যের বিপদের কথা কতই তো

শুনেছি, কিন্তু নিজে বিপদে না পড়লে তার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পারে না কেউ।

আমরা প্রায় ৫০০ জন যাত্রীসহ রাত ১০টায় ঢাকা সদরঘাট থেকে এমভি মহারাজযোগে মতলবের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। ৩০ মিনিট অতিক্রম করার পর পাগলা বালুরঘাট যাওয়ার পর হঠাৎ করে একটি ঝড়ো হাওয়া আসে। আমি তখন লঞ্চের ছাদে উঠেছিলাম। ঝড়ো হাওয়ার তান্ডব দেখে আমি আর নিচে নামিনি। আমার তখন মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের 'সমুদ্রে সাইক্লোন' গল্পের সেই উক্তির কথা— খাঁচায় আবদ্ধ ইঁদুরের মত ধুকে ধুকে মরে লাভ কি? যতক্ষণ পারি হাত পা নাড়ি, এক সময় টুক করে ডুব দিয়ে পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হয়ে বসব।

মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীরা না-বোঝার আগেই ৫০০ যাত্রীসহ লঞ্চটি উল্টে যায়। আমি কোনোরকমে লাফিয়ে নদীতে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরাতে থাকি। মৃতপ্রায় অবস্থায় বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পারে বসুন্ধরা রিভারভিউ বরাবর এসে আমার ঠাঁই মেলে। কে বা কারা আমাকে উপরে উঠিয়ে নেয় জানি না। জ্ঞান ফিরে জানতে পারি ঐ লঞ্চ থেকে ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে।

যারা মারা গেছে তারা প্রায় সবাই আমাদের মতলব উপজেলার অধিবাসী। আমার সাথে শাহিন ভাই, আমার বন্ধু মোবারক, নন্দলালপুর সরকার বাড়ির দুইজন, শিবপুর, টরকী, ইসলামবাদ, সুজাতপুর, সিপাইকান্দি, দুর্গাপুর, নারায়ণপুর, লুদুয়া, কালিরবাজার, কালিপুর এবং মতলবের প্রায় সব গ্রামের লোকই মারা গিয়েছে। ওরা অনেকেই আমার স্বজন, প্রিয়জন।

পরদিন সকাল পাঁচটায় উদ্ধারকারী জাহাজ এমভি রুস্তম ও হামজা এসে লঞ্চটি উদ্ধার করার চেষ্টা চালায়। পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টার পর লঞ্চটিকে উদ্ধার করে। ডুবুরিরা লাশগুলো একে একে বের করে নদীর পারে জমা করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনরা লাশের পাশে ভিড় করতে থাকে। জেলাপ্রশাসক, টিএনওসহ নৌপরিবহন মন্ত্রী আসেন, স্বজনহারানোর কান্না দেখে সাধারণ জনগণও কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ এক করুণ দৃশ্য। স্বচক্ষে না দেখলে বুঝবার কথা নয়। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিভিন্ন বয়সের লাশ আর লাশ।

আমি দুর্ঘটনাকবলিত একজন। মনের জোর কমে গেছে। বোবাকান্না বুকের ভেতরে ঝড় তুলছিল, তখন একটি দৃশ্য দেখে বরফের মতো জমাট বাঁধা কান্নাগুলো গোঙাতে থাকে। হঠাৎ দেখি একটা দশ-বারো মাসের শিশু মায়ের স্তনে মুখ রেখে মাকে জড়িয়ে মরে আছে। আরও অনেক দৃশ্য আছে যা সাক্ষাতে বলা যাবে।

আমি ক্লান্ত, আমার জন্য দোয়া কোরো। দোয়া কোরো ঐসব শবদেহের স্বজনদের জন্যে যারা শোক ভুলে আগামী সম্ভাবনার জন্য দাঁড়াতে পারে।

আল্লাহ হাফেজ। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
তোমার বন্ধু লিটন

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....

১৭. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বন্ধুর কাছে পত্র।

আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম
৮.১০.২০০৮

প্রিয় আশরাফ,

আমার শুভেচ্ছা নিস। আজ অনেকদিন হল তোর কোনো খবর নেই। তুই তো হয়েছিস বইয়ের পোকা। কিন্তু ভালো ছাত্র যারা, তাদের পড়াশুনার বাইরেও অনেক কিছু ভাবতে হয়, করতে হয়। আমাদের পরিবেশ যে এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে তুই কি তার কোনো খবর রাখিস? এই তো গত পরশু আমাদের কলেজে 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার' ওপর একটা সেমিনার ছিল। উক্ত সেমিনারের বক্তা হিসেবে প্রস্তুতি নিতে গিয়েই বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পেলাম। বিষয়টি ঠিক এমন গভীরভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি। পরিবেশ রক্ষার জন্য একটা দেশের মূল ভূখণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বনাঞ্চল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তথাপিও বৃক্ষের নিধনযজ্ঞ চলছেই। দ্রুত শহরায়ন, শিল্পায়ন, কাগজ ও ম্যাচ শিল্পের কাঁচামাল, আসবাবপত্র তৈরি, জ্বালানিকাঠের সরবরাহ ইত্যাদি নানা অজুহাতে মানুষ বৃক্ষনিধন করে চলেছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

সেদিন খবরের কাগজের এক জরিপের রিপোর্টে দেখলাম জ্বালানি থেকে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন সাত টন সিসা ছড়াচ্ছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি ভয়ংকর ক্ষতিকর গ্যাসের সাহায্যে প্রতিনিয়ত যেভাবে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে সে-দূষণ প্রতিরোধকল্পে আমাদের দ্রুত নতুন নতুন বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই পারে আমাদেরকে দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে। বৃক্ষ আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু ছিদ্র দেখা গেছে। এর ফলে জীবজগৎ বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এসব ছিদ্রপথে সূর্য তার অতিবেগুনি ভয়ংকর রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ ছিদ্র মেরামত না করতে পারলে জীবজগতের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। এ ছিদ্র মেরামতের জন্য প্রয়োজন পরিমিত বনাঞ্চল তৈরি ও সংরক্ষণ। কারণ বৃক্ষ ক্ষতিকর গ্যাসগুলো প্রতিনিয়ত শোষণ করে থাকে। না জেনে বৃক্ষসম্পদ ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে আমরা পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, দ্রুত বৃক্ষ রোপণ শুরু করে সে ক্ষতি আমাদের পুষিয়ে নিতে হবে। ঘরের আনাচে-কানাচে, পতিত জমিতে, রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করে ভরে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচব।

তোদের বাড়ির সবার জন্য সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। আমাকে লিখিস।

ইতি
তোরই আহমদ

প্রেরক	ডাকটিকিট প্রাপক
....	....
....	....
....	....

১৮. সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ছোট ভাইকে পত্র।

ত্রিশাল
ময়মনসিংহ
১৮.৫.২০০৮

স্নেহের বারাকাত,

আমার স্নেহ নিস। আশা করি তুই ভালো আছিস। সেদিন তোর একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে তোর পড়াশুনার ব্যস্ততার কথাই ফুটে উঠেছে। তুই নাকি দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতেও চোখ বুলাতে পারছিস না। ব্যাপারটা কি সত্যি, না কথার কথা তা জানি না। তবে যদি সত্যি হয়, সেটা হবে খুবই দুঃখের। কারণ, তোর মনে আছে যে ছোট বয়স থেকেই তোকে সংবাদপত্র পাঠে আমি উৎসাহিত করে আসছি। সংবাদপত্র পাঠ করা শিক্ষার একটি অঙ্গ। প্রতিদিন পৃথিবীর খবরাখবর প্রকাশ করেই সংবাদপত্র শুধু এর দায়িত্ব শেষ করে না, বরং মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদপত্রসমূহ তাদের কলেবর বৃদ্ধি করে চলছে। এ-যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্র পাঠ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায়। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের আলোচনা, স্বাধীন মত ব্যক্ত করার সুযোগ— কী নেই সংবাদপত্রে! পৃথিবীর দুস্থ মানুষ যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির দাপটে অশ্রুবর্ষণ করে, সংবাদপত্র সেখানে তার নির্ভীক বাণী প্রকাশ করে। চলমান বিশ্বের নিত্যতার সাথে সম্পর্কিত না হলে ইতিহাস বলো, দর্শন বলো সবই যেন অচল হয়ে পড়ে। কারণ, পৃথিবী একস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। সে প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করে এগিয়ে চলছে, অপরপক্ষে আমাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহ কমপক্ষে একটি বা দুটি বছরের জন্য সামাজিক বিষয়ে স্থির হয়ে আছে। পাঠ্যপুস্তকের অধীন জ্ঞানকে বদ্ধ পুকুর থেকে তুলে এনে সংবাদপত্রের চলমান জ্ঞানের ধারায় মিশিয়ে না দিতে পারলে সে-শিক্ষা গতি পাবে না।

তোর কাছে আমার অনুরোধ রইল সময় করে নিয়ে অবশ্যই তুই সংবাপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিবি। শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংবাপত্রেরও একটা স্থান করে নিবি। এতে বরং তোর ক্ষতির চেয়ে উপকারই হবে বেশি।

আমরা বাড়ির সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। বাড়ির জন্য কোনো চিন্তা করিস না। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিস। আজকের মতো চিঠি শেষ করছি।

ইতি
তোর বড় ভাই
মেহেদী

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	

১৯. দেশের সাম্প্রতিক বন্যার কথা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র।

নবাব সিরাজদ্দৌলা কলেজ
নাটোর
৮.১২.২০০৮

প্রিয় জুয়েল,

আমার শুভেচ্ছা নিস। তোর সাথে দীর্ঘদিন পত্র-যোগাযোগ নেই। তার মানে এ নয় যে, আমি তোকে ভুলে গেছি। আমার আজকের লেখা পত্রটাও তোকে পাঠাতে পারব কি না তা জানি না। এভাবে প্রায় চার-পাঁচটি পত্র জমা হয়ে আছে আমার

কাছে। আমার ধারণা, তোরগুলোও হয়তো জমা হয়ে আছে ঢাকার হেড পোস্ট অফিসে। কেন, তা বোধহয় আন্তর্জাতিক ডাক-যোগাযোগের কারণে ঘটে থাকবে। বাংলাদেশ এবার শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যার কবলে পড়েছে। রাজধানী ঢাকার সাথে গোটা দেশের সড়ক-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় দুমাস হতে চলল আমরা পানিবন্দি হয়ে আছি। আমি তোকে লিখছি এখন— কোনো রিডিং বা বেডরুমের টেবিলে বসে নয়, স্রেফ একটা নৌকার পাটাতনে বসে। বাজারঘাট, দোকানপাট সবই এখন ভাসমান অবস্থায় চলছে। বলতে গেলে গোটা দেশটাই ভাসছে পানির উপর। খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্র ইত্যাদির অভাবে এদেশের মানুষ এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে।

পল্লীঅঞ্চলে দুস্থদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তারা একতলা স্কুলঘরের ছাদে, অথবা উঁচু মাচাং পেতে তার উপর বাস করছে। তাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। সরকারি রিলিফের ওপর নির্ভর করে তারা কোনো প্রকারে জীবনে বেঁচে আছে। এসময় কে কাকে সাহায্য করবে বল। যদি হঠাৎ কেউ মারা যাচ্ছে তার ভাগ্যেও মাটি হচ্ছে না। বন্যার পানি যদি আরও কিছুকাল অবস্থান করে তা হলে আমাদেরও দুস্থদের কাতারে গিয়ে শামিল হতে হবে। আমাদের সবার জন্য দোয়া করিস।

ইতি
আবির

২০. নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখ।

এম এম কলেজ
যশোর।
২১.০৭.২০০৮

প্রিয় তুহিন,

আমার শুভেচ্ছা নিও। তোমার লেখা চিঠি গত পরশু আমার হাতে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চিঠি আমাকে খানিকটা বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তুমি লিখেছিলে আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি যুক্তি দেখিয়েছিলে, গ্রামগঞ্জের নিরক্ষর লোকেরাই কিছু পরিমাণ এখনও সৎ আছে। লেখাপড়া শেখা অধিকাংশ লোকই অসৎ প্রকৃতির। জানি তোমার এটা ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা। কিন্তু মনের আসল কথা নয়।

আসল কথা হল, একজন শিক্ষিত মা হলে শিক্ষিত সন্তান সে জাতিকে উপহার দিতে পারবে। এভাবে সকল মা শিক্ষিত হলে আমরা একটি শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হব। শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের পার্থক্য বোধহয় তোমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রামাঞ্চলের একজন নিরক্ষর ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়, নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অগ্রসরমাণ বিশ্বের অনেক কিছু সম্পর্কেই সে ধারণা করতে পারে না। চোখ থাকতেও সে শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে না, গোটা জাতিরও সর্বনাশ সাধন করে।

হয়তো যুক্তি দেখাবে, জীবনে চলার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে অক্ষরজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি বলি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কখনও পুস্তকসমুদ্রের বিশাল জ্ঞানের সন্ধান পায়নি। নিজেরা নিরক্ষরতামুক্ত হলে তারা বিভিন্ন বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে জ্ঞানের নতুন নতুন পথের সন্ধান পেত। কোনো লোক তাকে আর ঠকাতে পারত না, উল্টাপাল্টা বোঝাতে পারত না। নিজেরা যেমন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত তেমনি সংক্রামক রোগ তাদের মাধ্যমে আর ছড়িয়ে পড়ারও ভয় ছিল না। মূলকথা, একজন শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নিজেকে সে যেমন রক্ষা করতে চায় তেমনি তার মাঝে জাতীয়তাবোধেরও উন্মেষ ঘটে। নিরক্ষরতা জাতির জন্য অভিশাপ। আর এ কারণেই যে-দেশের লোক যত বেশি শিক্ষিত তারা তত বেশি আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী ও উন্নত।

অনেক কিছু লিখলাম। তোমার এখনও যদি দ্বিমত থাকে তবে লিখে জানাবে। আমি ভালো আছি। তোমার মঙ্গল কামনা করি।

ইতি
তোমার বন্ধু তানভির

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট

২১. একুশের বইমেলা সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২১.২.২০০৮

প্রিয় উদয়,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোরো। দেশ থেকে বছর চারেক আগে বাইরে গিয়েছ। ইতোমধ্যে দেশের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সব খবর তোমার কাছে হয়তো যায়নি। আমি একুশের বইমেলার বর্তমান অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। মনের চোখ দিয়ে দেখতে তোমার ভালোই লাগবে।

এ বছর একুশের বইমেলা যথারীতি জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল। তবে তার সীমানা আর অবয়ব আগের সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে গেছে বলে তা ছিল অনন্য। সামনের কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-পুরানো হাইকোর্ট থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত ছড়ানো এলাকায় প্রায় দুশর বেশি বইয়ের দোকানের সাথে টিএসসি-সংলগ্ন ও দোয়েল চত্বর এলাকায় বেসাতি সাজিয়েছিল ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যে লোকশিল্পের সমারোহই ছিল বেশি।

তবে দোকানের সংখ্যাটাই বড় কথা নয়—যেদিকটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হল জনতার ঢল। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল মেলার সুবিশাল অঙ্গান। সবাই যে বই কিনতে আসে এমন নয়, অনেকে আসে বই দেখতে, নতুন বইয়ের খোঁজ নিতে। কবি-সাহিত্যিকগণ আসেন পরস্পর দেখাসাক্ষাতের সুযোগ নিতে। কেউ আসেন ভক্তদের সাক্ষাৎ দিতে। কেউ-কেউ এমনিতেই ঘুরে বেড়ান। তবে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যাও কম নয়। অনেকের হাতে বইয়ের প্যাকেট।

বইমেলার আকর্ষণ শুধু বই নয়। আছে অনেক কিছুই। বাংলা একাডেমী পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বক্তৃতামালা আর আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলা একাডেমীর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সংগীতানুষ্ঠান আর নাট্যানুষ্ঠান ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যার নিয়মিত কর্মসূচি। গানের বৈচিত্র্য অগণিত দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কেটেছে। বইমেলার এসব অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয়লাভে সমাগত জনতা আনন্দিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে। তবে বই কিনে বা বই দেখে নিজস্ব সাহিত্যের সাথে যে পরিচিতি ঘটেছে তা জীবনে তাৎপর্য সৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। নতুন বই প্রকাশের প্রেরণা দেয় একুশের বইমেলা।

একুশের বইমেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আছে জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টিতে। দেশের প্রতি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার যে-প্রকাশ বইমেলায় তা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যের দাবিদার। এ হাওয়া অক্ষুণ্ন থাকুক।

আজকে এ পর্যন্ত। আবারো প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
আশিস

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	

২২. পরীক্ষার পর বন্ধুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গ্রামে অবস্থিত তোমার বাড়িতে বেড়াতে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

কুমিল্লা
২১.২.২০০৮

দোস্ত সুমন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার পরীক্ষার উত্তম প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে খুশি লাগছে। আগামী পরীক্ষার সুফল তোমার জীবনকে আনন্দে ভরে তুলুক।

পরীক্ষা নিয়ে তোমার অপরিসীম ব্যস্ততা তো আছেই। তবে পরীক্ষার পর তোমার তো বিস্তর অবসর। কী করবে তখন? এক কাজ কর না। পরীক্ষার খাটুনির জন্য পরিশ্রান্ত তোমার দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য তুমি চলে এসো আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে। হ্যাঁ, কিছুদিন বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তোমার কাছে আমাদের গ্রামটি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা আমাদের গ্রাম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ রুপালি নদী। প্রকৃতির সবুজের মাঝে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সময় কাটবে ভালো। আমাদের 'পল্লীমা যুব সংঘের' বন্ধুদের কাছে তোমার কথা বলা হয়ে গেছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, আমাদের গ্রাম যা গাছপালায় ছেয়ে আছে, গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলার পথ, ঘাসের উপর দিয়ে ভোরবেলায় হাঁটলে শিশির তোমার পা ধুয়ে দেবে। পাখির গানে মুখরিত প্রহরে তোমার মনে জমে উঠবে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা। নদীর পাড়ে বসে নৌকা চলাচল দেখে দেখে যখন তোমার চোখ শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন চোখে কাজল বুলিয়ে দেবে সূর্যাস্তের মায়াময় দৃশ্য। এখানকার প্রকৃতির সবকিছুই উপভোগ্য হবে তোমার কাছে। তাই তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তুমি এসেই দেখো না কেমন শান্ত আর সুখকর আমাদের গাঁ! আন্তঃনগর ট্রেনে আখাউড়া স্টেশনে নেমে পূর্বদিকে রিকশায় দূরত্ব এক মাইল। পিচঢালা পথ তোমাকে টেনে নিয়ে আসবে আমাদের গাঁয়ের প্রকৃতির কোলে। এখানেই শেষ করছি— তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

ইতি
তোমার সুহৃদ

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
....	....	
....	....	

আবেদনপত্র

ব্যবহারিক নানা কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যে চিঠিপত্র লেখা হয়, তাকে আবেদনপত্র বলে। ছুটি, বৃত্তি, অনুমতি, অভিযোগ, সাহায্য, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে পত্র লেখা হয়। বিষয় অনুযায়ী বক্তব্য থাকবে পত্রে। তবে এ ধরনের পত্র লেখার নির্দিষ্ট রীতি আছে। আর সব সময় পত্রের ভাষা সহজ-সরল ও শুদ্ধ হতে হয়। বিষয় ও বক্তব্য স্পষ্ট করে লেখা উচিত। সম্ভাষণ, বিষয়বস্তু, নিবেদন ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্রের কয়েকটি নমুনা

১. অসুস্থতার কারণে স্কুলে উপস্থিত না থাকায় প্রধান শিক্ষকের বরাবরে ছুটির আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ১২ই মার্চ থেকে ১৬ই মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত এই ৫ (পাঁচ) দিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় আমি স্কুলে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, সবিনয় প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত দিনগুলোর ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত

তারিখ : ১৭ই মার্চ ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
শেখ রবিউল ইসলাম
সপ্তম শ্রেণী, ক্রমিক নং-২

২. বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরবর্তী ঘণ্টাগুলোর জন্য ছুটির আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
সরকারি পি.এন.গার্লস স্কুল, রাজশাহী।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আজ বিদ্যালয়ে এসে প্রথম ঘণ্টার ক্লাস করবার সময় থেকে হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু এখন থেকে তা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে বলে আমি ক্লাসে বসে থাকতে অক্ষম।

অতএব, সবিনয় নিবেদন, আমাকে পরবর্তী ঘণ্টাগুলোর জন্য ছুটি মঞ্জুর করলে বাধিত হব।

বিনীত

তারিখ
১৪ই এপ্রিল, ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
দিল আফরোজ সুইটি
অষ্টম শ্রেণী, ক্রমিক নং-১

৩. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
সেগুনবাগিচা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

মাধ্যম : শ্রেণীশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার মাসিক বেতন পরিশোধ করে আসছি। কিন্তু এবার বাড়ি থেকে দেরিতে টাকা পাওয়ার কারণে নির্ধারিত দিনে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হই। তাই আমি আজ চলতি মাসের বেতন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক।

অতএব, সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আমি যাতে জরিমানা ছাড়াই বেতন পরিশোধ করতে পারি সে অনুমতি দিলে বাধিত হব।

বিনীত

তারিখ : ১০ই জানুয়ারি ২০০৮ ইং

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
চঞ্চল মাহমুদ
সপ্তম শ্রেণী, ক্রমিক নং ৭

৪. বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
বাংলাবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

বিষয় : বিনা বেতনে পড়ার আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার বিধবা মা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। আমার আরও দুই বোন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আমাদের পরিবারে উপার্জনক্ষম আর কেউ না থাকায় মায়ের অবসরকালীন ভাতার সাহায্যে সংসার খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চালানো খুবই দুঃসাধ্য।

উল্লেখ্য, মেধা অনুসারে আমি প্রথম স্থান অধিকার করে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হই এবং আন্তঃস্কুল দাবায় পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আপনার স্কুলের পক্ষে সম্মান বয়ে আনি।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমাকে আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত

তারিখ : ১৮ই মার্চ, ২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
ফেরদৌসী জামান
অষ্টম শ্রেণী, ক্রমিক নং–১

৫. ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদন পত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল গার্লস স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্রী। তিন বছর যাবৎ আমি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছি। গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি এবং প্রথম স্থান অধিকার করেছি। আমার বাবা একজন সামান্য বেতনভোগী চাকরিজীবী। সম্প্রতি তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিধায় পরিবারে অভাব অনটন বাড়ছে। এমতাবস্থায় আমার লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি আমার পরিবারের বড় সন্তান। আমার লেখাপড়া বন্ধ হলে পুরো পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাকে কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করে এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

তারিখ :
০১.০২.২০০৮

আয়েশা আক্তার
৮ম শ্রেণী, রোল–১।

৬. বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
ঘোড়াশাল উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি তিন বছর যাবৎ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছি। আমার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। সম্প্রতি তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় যাবার কারণে আমার এই বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র নেয়া প্রয়োজন। ঢাকায় আমি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক।

অতএব মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

তারিখ :
২০/৭/২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
মাশাফিক আনজুম অর্ণব
৮ম শ্রেণী, রোল নং-১

৭. তোমার স্কুলে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মোহনপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।

বিষয় : বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমরা সম্মিলিতভাবে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকেই অনুভব করছি। বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া বর্তমান সভ্যতায় শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে বিজ্ঞান ক্লাব দরকার। বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা, সেমিনার, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

অতএব মহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

তারিখ :
২০/১২/২০০৮

আপনার একান্ত অনুগত
৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
মোহনপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।

৮. শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
সরকারি কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

বিষয় : শিক্ষাসফরে গমনের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন, আমরা অন্যান্য বারের মতো আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ঐতিহাসিক স্থান পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। এই শিক্ষাসফরের মাধ্যমে আমরা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

আমাদের গ্রুপে ছাত্রছাত্রী থাকবে পঞ্চাশ জন। ছাত্রছাত্রীরাই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। আমাদের সাথে দুজন সিনিয়র শিক্ষক যেতে রাজি হয়েছেন। আপনার সম্মতি পেলে এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও অনুমতি দেবেন।

অতএব, আমরা আশা করি, আপনি আমাদের শিক্ষা সফরের সদয় অনুমতি দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে আমাদের বাধিত করবেন।

বিনয়াবনত

তারিখ : ২২-০৬-২০০৮

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
মাহমুদুল হাসান
সরকারি কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

৯. তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য তোমার জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট একখানি আবেদনপত্র লেখ।

মাননীয়
জেলাপ্রশাসক
পঞ্চগড় জেলা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, পঞ্চগড় জেলার হরিপুর ইউনিয়নটি শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে গ্রামে এসেছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। গ্রামের এ সমৃদ্ধি ধরে রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ ও সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন বলে মনে করি।

এ প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাদের হরিপুর ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত জনজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত বইপত্র এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সরকারি ইশতেহার ইত্যাদি সংগৃহীত থাকবে। এলাকায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই পাঠাগার ব্যবহার করতে পারবে।

এলাকার একজন শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তি পাঠাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করতে সম্মত হয়েছেন। ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য আপাতত ৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে হরিপুর ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

তাং ১২.০২.০৮

আপেল, আব্দুল্লাহ
হরিপুর।

১০. তোমাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থসাহায্য চেয়ে জেলাপ্রশাসকের নিকট আবেদন কর।

বরাবর
জেলাপ্রশাসক, বগুড়া।

বিষয় : উন্নয়নকাজের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, বগুড়া নবীন সংঘ বিগত ১২ বছর ধরে শহরের উপকণ্ঠে রসুলপুর গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। নবীন সংঘের তরুণ ও উৎসাহী কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে।

কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে আদর্শ গ্রামের সম্পূর্ণ রূপায়ণ এখনও সম্ভবপর হয়নি। রাস্তাঘাটের সংস্কার, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রভৃতি অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ছাড়াও সম্প্রতি গৃহীত মৎস্যচাষ প্রকল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে নবীন সংঘকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
ইসমাইল ফারুক
সম্পাদক
নবীন সংঘ, বগুড়া।

বগুড়া
তারিখ– ০৯.০৬.২০০৮

১১. তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ।

বরাবর,
প্রধান প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।

বিষয় : বিদ্যুৎ সরবরাহের আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, নওগাঁ শহরের উপকণ্ঠে হোসেনপুর গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। ইতোমধ্যে শহরের সাথে এ-গ্রামের যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরের কিছু কিছু প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে ছোটখাটো শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক বেকার যুবক নিজেদের বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য পথের সন্ধান করছে।

গ্রামটির উন্নয়নের প্রধান বাধা বিদ্যুতের অভাব। এখন পর্যন্ত এ-গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে। অথচ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ-গ্রামে বিদ্যুৎব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসী জড়িত হয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ খুঁজে পেত এবং জাতীয় জীবনে অবদান রাখাও সম্ভব হত।